# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের

# বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রিন্টার্স লাইন

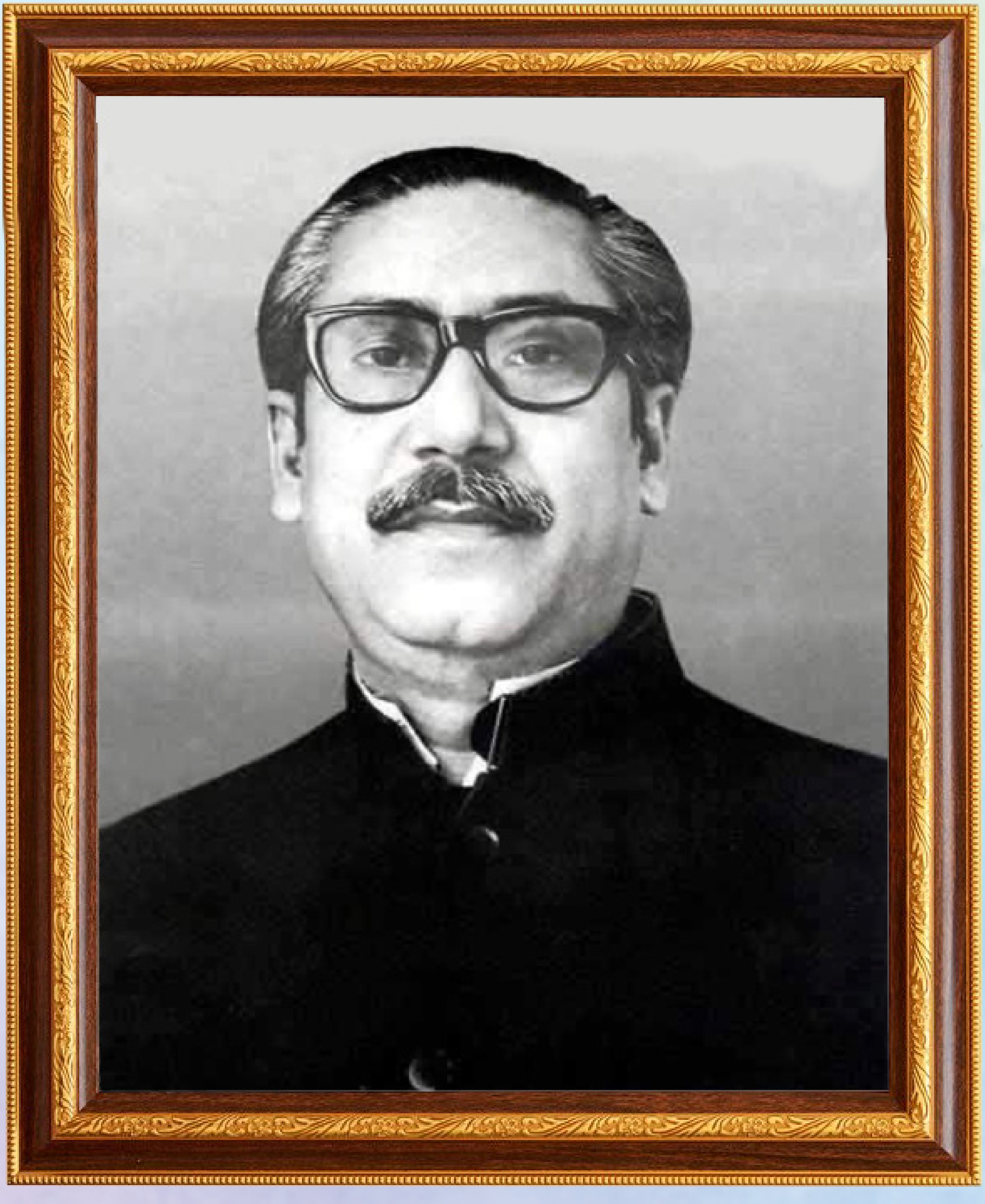

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

**মোঃ জাকির হোসেন** এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম**
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অতিরিক্ত সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| **এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়** | | |
| ১.০ | সূচনা | |
| ১.১ | প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | |
| ১.২ | প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো | |
| ১.৩ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস | |
| ১.৪ | প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র | |
| ১.৫ | বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০১৯) | |
| ১.৬ | শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য : (২০১৯) | |
| ১.৮ | ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার | |
| ১.৯ | বিশেষ অর্জন | |
| **প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর** | | |
| ২.০ | পটভূমি | |
| ২.১ | প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম | |
| ২.২ | এক নজরে প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম | |
| ২.৩ | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্প | |
| **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো** | | |
| ৩.০ | ভূমিকা | |
| ৩.১ | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪: | |
| ৩.২ | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো : | |
| ৩.৪ | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড : | |
| ৩.৫ | চলমান প্রকল্প (পরিকল্পনা শাখা): | |
| ৩.৬ | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : | |
| **জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)** | | |
| ৪.০ | ভূমিকা | |
| ৪.১ | নেপ বোর্ড অব গভর্নরস: | |
| ৪.২ | নেপ-এর কর্মপরিধি: | |
| ৪.৩ | অনুষদসমূহ : | |
| ৪.৪ | সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) বোর্ড: | |
| ৪.৫ | ডিপিএড কার্যক্রম (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২০) | |
| ৪.৬ | গবেষণা | |
| ৪.৭ | মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক প্রদত্ত পিটিআই মনিটরিং বিষয়ক তথ্যাবলী: | |
| ৪.৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন ও বাস্তবায়ন: | |
| ৪.৯ | ২০১৯-২০২০ সালে নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য : | |
| ৪.১০ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজস্বখাতে নেপ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহ : | |
| ৪.১১ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম : | |
| ৪.১২ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক কার্যক্রম : | |
| ৪.১৩ | কর্তৃক জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন : | |
| ৪.১৪ | প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালার (২০১৮-১৯) তথ্যাবলী ও সুপারিশসমূহ : | |
| ৪.১৫ | উদ্ভাবনী কার্যক্রম: | |
| ৪.১৬ | উপসংহার: | |
| **শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট** | | |
| ৫.০ | এক নজরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম | |
| ৫.১ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ট্রাস্টের কর্ম পরিকল্পনা | |
| ৫.২ | শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি কার্যক্রম : | |
| ৫.৩ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রমের বিবরণ : | |
| ৫.৪ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরি খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরনী : | |
| ৫.৫ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী | |
| ৫.৬ | শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অর্জন | |
| ৫.৭ | বিভাগ/জেলা/উপজেলাভিত্তিক শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান | |
| **বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট** | | |

## এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (এপিএসসি ২০১৯ অনুযায়ী)

| ক্রমিক নং | বিষয় | সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|
| মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | | |
| ১. | সরকাারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৫,৬২০ | | |
| ৩. | নন-রেজি: বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৭৫৪ | | |
| ৫. | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪২ | | |
| ৬. | রস্ক স্কুল | ৩১৯৯ | | |
| ৭. | শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৩ | | |
| অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত | | | | |
| ৮. | উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৭৩৫৫ | | |
| ৯. | উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯৯ | | |
| ১০. | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৫৯১০ | | |
| ১১. | কিন্ডার গার্টেন | ২৮,৯৫০ | | |
| ১২. | এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র | ৪৫৫৫ | | |
| ১৩. | এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র | ১৬৩২ | | |
| ১৪. | ব্র্যাক স্কুল | ৩৭০২ | | |
| ১৫. | অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৩৭ | | |
| ১৬. | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১,২৯,২৫৮ | | |
| | শিক্ষক | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ১৭. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১,২৬,৪৩০ | ২,২৯,৯৩৬ | ৩,৫৬,৩৬৬ |
| ১৯. | অন্যান্য শিক্ষক | ১,৫৯,১৫৫ | ২,০৬,২৮৪ | ৩,৬৫,৪৩৫ |
| ২০. | মোট শিক্ষক | ২,৮৫,৫৮৫ | ৪,৩৬,২১৬ | ৭,২১,৮০১ |
| | শিক্ষার্থী | বালক | বালিকা | মোট |
| ২১. | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী | ৬৮,৩৯,০০৭ | ৭২,৬১,৪৩৮ | ১৪১,০০,৪৪৫ |
| ২৩ | অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী | ৩০,০৪,৪৮৬ | ৩০,১৭,৪০৬ | ৬০,২১,৮৯২ |
| ২৪. | মোট শিক্ষার্থী | ৯৮,৪৩,৪৯৩ | ১,০২,৭৮,৮৪৪ | ২,০১,২২,৩৩৭ |

উল্লেখ্য যে, ২০১৯ এর তথ্যানুযায়ী বর্তমানে মোট সরকাররি প্রাথমিক বিদ্যালয সংখ্যা ৬৫,৬২০ টি (এনএনপিএস এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়সহ)। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ।

| ক্রমিক নং | বিষয় | সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বালক | বালিকা | মোট |
| ১. | প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী | ১৯,০০,৮৯০ | ১৮,৯১,৭৩৬ | ৩৭,৯২,৬২৬ |
| ২. | প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | | | ১,১০,২৯০ |
| ৩. | ৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা | | | ১,৪৯,০৫,০০০ |
| ৪. | ৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা | | | ১,৪৫,৮১,০০২ |
| ৫. | ৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা | | | ৩,২৩,৯৯৮ |
| ৬. | গ্রস ভর্তির হার | | | ১০৯.৪৯% |
| ৭. | নীট ভর্তির হার | | | ৯৭.৩৪% |
| ৮. | ঝরে পড়ার হার | | | ১৭.৯০% |
| ৯. | প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার | | | ৮২.১০% |
| ১০. | প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | | | ২৪,৫৪,১৫১ |
| ১১. | প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পাসের হার | | | ৯৫.৫০% |
| ১২. | ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | | | ৩,০৪,১৭৮ |
| ১৩. | ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যার হার | | | ৯৫.৯৬% |

# প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

# প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

## ১.০ সূচনা

জাতীয় উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। ২০১৯ সালে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ১৩৬ নম্বর অবস্থান থেকে একধাপ এগিয়ে ১৩৫ নম্বর স্থান (মান ০.৬১৫) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রেখে চলছে। এলক্ষ্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রণীত সংবিধানে শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার মর্ম উপলব্ধি করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের নিকট একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তির প্রয়োজনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ হিসেবে এবং ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীত করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত একই সাথে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,০০০ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে এসডিজি'র লক্ষ্য পূরণে দৃঢ় প্রত্যয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রয়াসে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে সরকার।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য (SDG-4) হচ্ছে - "Ensure Inclusive and Earitable Quality Education and Promote Lifelong Learning for all." সেলক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক (formal) এবং উপানুষ্ঠানিক (non-formal) শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী পথ-শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে যাচ্ছে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।

অভীষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এই সুদূরপ্রসারী অভিযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য নিম্নরূপ:

### রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

### অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথিমক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

## ১.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৭ নং আইন) প্রণয়ন করে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা নীতি-২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে :

(১) মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা;

(২) কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নপূর্বক সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা;

(৩) শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা;

(৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশ গঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা;

(৫) শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা;

(৬) শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথা ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৮) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থার করা;

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া;

(১০) সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## ১.২ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

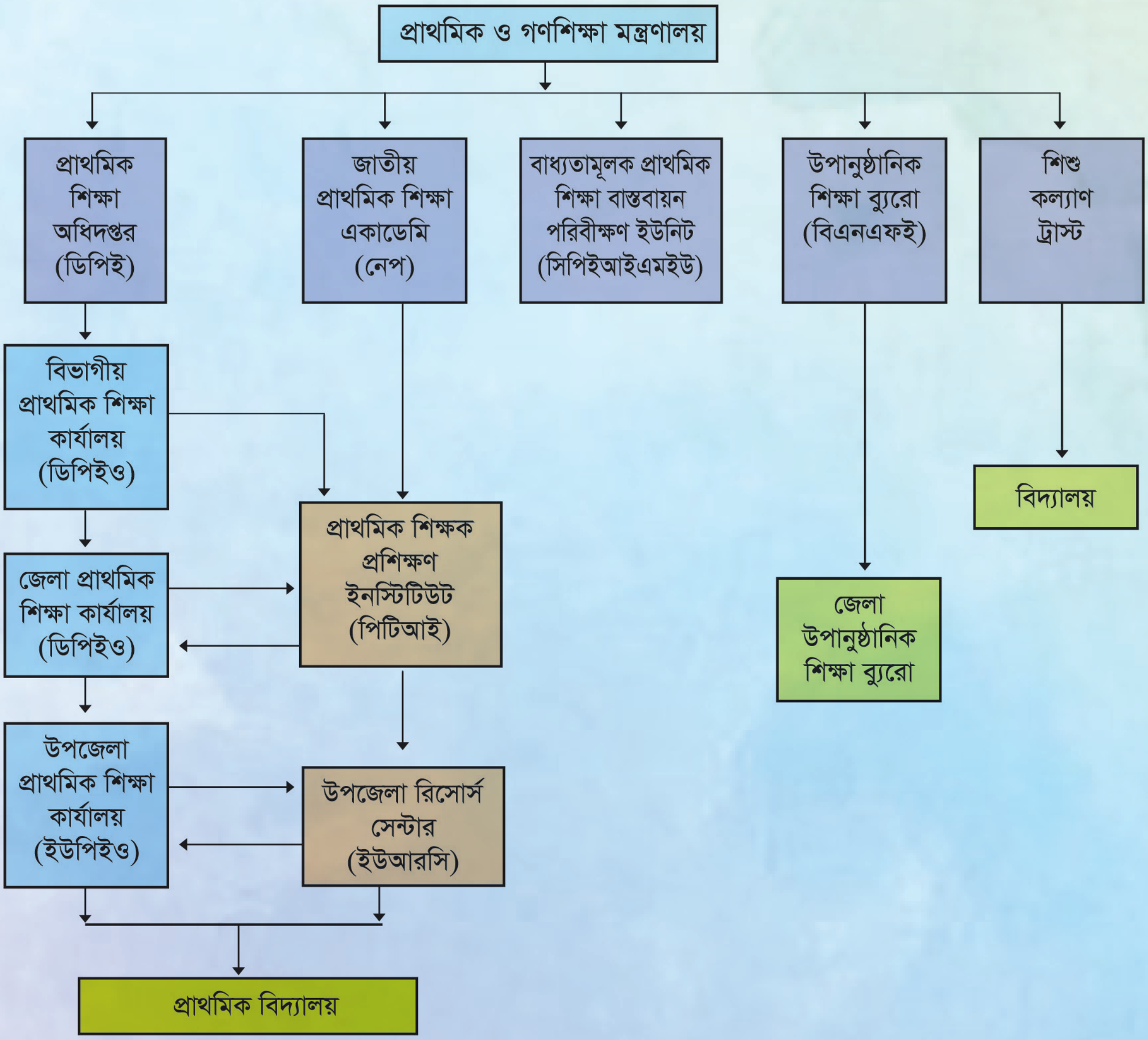


## ১.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে মোট ৪টি অধিশাখা, ২টি পরিকল্পনা অধিশাখা, ১০টি শাখা, ৪টি পরিকল্পনা শাখা এবং ১টি আইসিটি সেল রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে ৪ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৪ জন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

প্রস্তাবিত

## প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
## সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা

**সচিব**
জনবল-৬
১×সচিব
১×সহঃ সচিব/সি: সহ: সচিব/একান্ত সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
২× অফিস সহায়ক

**অতি:/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)**
জনবল-৩
১× অতি:/যুগ্ম-সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**আইসিটি সেল**
জনবল-১০
১× সিস্টেম এনালিস্ট
১× প্রোগ্রামার
১× সহকারী প্রোগ্রামার
১× সহ: মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
১× সি: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
১× কম্পিউটার অপারেটর
২× ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

**যুগ্ম/উপ-সচিব (প্রশাসন)**
জনবল-৩
১× যুগ্ম:/উপ-সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**সি: সহ: সচিব (প্রশা-১)**
জনবল-৭
১× সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:
১× কম্পি: অপারেটর
১× ফটোকপি মে: অপা:
১× সাইক্লোস্টাইল মেশিন অপারেটর
১× অফিস সহায়ক

**উপ/সি: সহ: সচিব (প্রশা-২)**
জনবল-৪
১× উপ:/সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× কম্পিউটার অপা:
১× অফিস সহায়ক

**ভাণ্ডারক্ষক**
জনবল-২
১× ভাণ্ডাররক্ষক
১× অফিস সহকারী কাম কম্পি: অপা:

**প্রশাসনিক কর্মকর্তা**
জনবল-৩
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× ডেসপাচ রাইডার
১× অফিস সহায়ক

**সি: সহ: সচিব (ত:শৃ:)**
জনবল-৪
১× সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:
১× অফিস সহায়ক

**সি: সহ: সচিব (তওম)**
জনবল-৪
১× সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:
১× অফিস সহায়ক

**সি: সহ: সচিব/সহ: সচিব (আইন)**
জনবল-৪
১× সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহ: কাম কম্পি: অপা:
১× অফিস সহায়ক

**গ্রন্থাগারিক**
জনবল-১
১× গ্রন্থাগারিক

**হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা**
জনবল-৫
১× হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১× সহ: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১× ক্যাশিয়ার
১× অফিস সহ: কাম কম্পি: অপা:
১× ক্যাশ সরকার

**অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)**
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**যুগ্ম/উপ-সচিব (বিওম)**
জনবল-৩
১× উপসচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**উপ/সি: সহ: সচিব (বিদ্যা-১)**
জনবল-৪
১× উপ:সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:
১× অফিস সহায়ক

**সি: সহ: সচিব (বিদ্যা-২)**
জনবল-৪
১× সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:
১× অফিস সহায়ক

**অতি:/যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)**
জনবল-৩
১× অতি:/যুগ্ম-সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**যুগ্ম/উপ-সচিব (উনয়ন-১)**
জনবল-৩
১× যুগ্ম/উপ-সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**উপ/সি: সহ: সচিব (উন্ন:-১)**
জনবল-৪
১× সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:
১× অফিস সহায়ক

**উপ/সি: সহ: সচিব (উন্ন:-২)**
জনবল-৩
১× সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:

**যুগ্ম/উপ-সচিব (উন্ন:-২)**
জনবল-৩
১× যুগ্ম/উপ-সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**সি: সহ: সচিব (উন্ন:-৩)**
জনবল-৩
১× সি: সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:

**উপপ্রধান (পরিকল্পনা)**
জনবল-১৪
২× উপপ্রধান
২× সিনিয়র সহকারী প্রধান
২× সহকারী প্রধান
১× পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
২× ব্যক্তি: কর্মকর্তা
১× কম্পি: অপারেটর
১× সাঁট কাম কম্পি: অপা:
৩× অফিস সহায়ক

**অতি:/যুগ্ম-সচিব (বাজেট)**
জনবল-৩
১× অতি:/যুগ্ম-সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**যুগ্ম/উপ-সচিব (বাজেট ও অডিট)**
জনবল-৩
১× যুগ্ম/উপ-সচিব
১× ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১× অফিস সহায়ক

**সি: সহ: সচিব/সহ: সচিব**
জনবল-৪
১× সি: সহ: সচিব/সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহকারী কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক

**সি: সহ: সচিব/সহ: সচিব**
জনবল-৩
১× সি: সহ: সচিব/সহ: সচিব
১× প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহকারী কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক

### অর্পিত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

ক) যানবাহন
৫× ক্যাব (সচিব, অতি: সচিব ও যুগ্ম: সচিবের)
৩× মাইক্রোবাস (কর্মকর্তা ও অফিসের কাজের)
২× মোটর সাইকেল (ডি. আর ডিউটির জন্য)

ক) অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ঃ
২× সাইক্লোস্টাইল মেশিন
৩× ফটোকপিয়ার
১× এয়ারকুলার (সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, কম্পি: রুম, কনফারেন্স রুম, লাই:)
৪× কম্পিউটার
১× কম্পিউটার সার্ভার
৫× ল্যাপটপ
১৮× প্রিন্টার
১× স্ক্যানার
১× মাল্টিমিডিয়া
২× ফ্রিজ
৫× পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন
৫× ফ্যাক্স মেশিন
১× ইন্টারকম সিস্টেম
২× রঙিন টিভি

### জনবলের সার-সংক্ষেপ

| নং | পদের নাম | পদসংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। | সচিব | ১ |
| ২। | অতিরিক্ত সচিব | ১ |
| ৩। | যুগ্ম-সচিব | ৩ |
| ৪। | উপ-সচিব | ৫ |
| ৫। | উপ-প্রধান | ২ |
| ৬। | সহ: সচিব/সি: সহ: সচিব/পিএস | ১৩ |
| ৭। | সিস্টেম এনালিস্ট | ১ |
| ৮। | সহ: প্রধান/সি: সহ: প্রধান | ৪ |
| ৯। | প্রোগ্রামার | ১ |
| ১০। | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ১ |
| ১১। | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ |
| ১২। | সহকারী প্রোগ্রামার | ৩ |
| ১৩। | সহ: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার | ১ |
| ১৪। | গ্রন্থাগারিক | ১ |
| | ১ম শ্রেণি | ৩৮ |
| | ২য় শ্রেণি | ২৬ |
| | ৩য় শ্রেণি | ২৫ |
| | ৪র্থ শ্রেণি | ২৭ |
| | সবমোট | ১১৬ |

## ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

| ক্রমিক | গৃহীত কর্মসূচির বিবরণ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা |
|---|---|---|
| ১ | “প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান” শীর্ষক সেমিনার আয়োজন। | • “প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান” শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়।<br>• গত ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সেমিনারটি আয়োজনের জন্য প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।<br>• পরবর্তীতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।<br>• স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারি অনুশাসন মেনে গত ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| ২ | জাঁকজমকপূর্ণভাবে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার আয়োজন করা হবে। | • বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ এর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ গত ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে শুরু করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি।<br>• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ আয়োজন করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এ টুর্নামেন্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হবে। |
| ৩ | বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে এবং বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা বিষয়ক অবদানের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে। | • কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে আগামী মার্চ অথবা এপ্রিল ২০২১ মাসে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-□□□□ প্রদান করা হবে।<br>• কোভিড-১৯ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনে অনলাইনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯ এর আয়োজন করা হবে। |
| ৪ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস যথাযোগ্য মযার্দায় উদযাপন করা হবে। | • কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে উপানুষ্ঠানিক ব্যুরো সম্মেলন কক্ষে সীমিত পরিসরে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।<br>• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় যথারীতি আগামী ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। |
| ৫ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বই বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। | • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অংশগ্রহণে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বই বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। |
| ৬ | ‘মুজিববর্ষ’ ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক কর্মসূচি এবং অর্জনসমূহের আলোকে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে। | • কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে। |

| ক্রমিক | গৃহীত কর্মসূচির বিবরণ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা |
|---|---|---|
| ৭ | 'মুজিববর্ষ' ব্যাপী উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে মা-সমাবেশ আয়োজনের বিষয়ে সদয় অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। | • কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে মা-সমাবেশ আয়োজন এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় সমাবেশের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক মা-সমাবেশের আয়োজন করা হবে। |
| ৮ | 'মুজিববর্ষ' ব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার' কার্যকর করা হবে এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শের উপর শিশু কিশোরদের উপযোগী সিআরআইসহ অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বই সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। | • শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে / প্রতিটি বিদ্যালয়ে "বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার" স্থাপন করা হবে, যেখানে এসআরএম ছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শের উপর প্রকাশিত শিশুদের উপযোগী বই, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নৈতিকতা শিক্ষা ও খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের জীবনী সম্পর্কিত বই সংরক্ষণ করা হবে।<br>• "বঙ্গবন্ধু" নামে বুক কর্নার স্থাপনের বিষয়ে "বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট"-এর অনুমোদন গ্রহণ করা হবে। |
| ৯ | 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | • ইতোমধ্যে ১৮২১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনমাফিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| ১০ | 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল'-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা হবে। | • কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল'-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা হবে। |
| ১১ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি করা হবে। | • জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি করা হয়েছে। ওয়েব পেইজটি যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে। |
| ১২ | 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দান করা হবে। | • 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দানের কার্যক্রম চলমান আছে।<br>• নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। |
| ১৩ | 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিস্তারিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। | • প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। |
| ১৪ | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে চলমান স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামকে সারাদেশে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | • চলমান স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামকে সারাদেশে পর্যায়ক্রমে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |

## শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম:

| নং | কার্যক্রম | গৃহীত ব্যবস্থা |
|---|---|---|
| ১ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ। | ৬৫৬২০টি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সৃজিত হয়েছে ৬৪০৩৮টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের পদ। |
| ২ | দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন। | প্রতিটি বিদ্যালয়ে একবছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে দুইবছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর অনুমোদন পাওয়া গেছে। |
| ৩ | প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর মেয়াদীকরণ। | ইতোমধ্যে ৭২৯টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। |
| ৪ | শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩০। | শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ করতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ডিপিপিতে অতিরিক্ত ৩০,০০০ শিক্ষকের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ৫ | শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। | শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যালয় দৃষ্টিনন্দন প্রকল্প গ্রহণ ও সারাদেশে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৪০,০০০ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ৬ | শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে বিশেষ অঞ্চল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। | শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে উপবৃত্তির আওতা সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, পাহাড়ি এলাকায় ছেলেমেয়েদের জন্য ১৯টি হোস্টেলের ব্যবস্থাকরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিটি টয়লেট ও বিদ্যালয় ভবনে র‍্যাম্প ও তাদের চলার উপযোগী করে চলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। |
| ৭ | বিভিন্ন ধরণের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ। | সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে একটি কমন ডিজাইন অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়াও, প্রয়োজন বিবেচনায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। |
| ৮ | প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালুকরণ। | প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। |
| ৯ | বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি জোরদারকরণ। | বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি জোরদারকল্পে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় থেকে ৬৪টি জেলায় ৬৪জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। |
| ১০ | শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি। | শিক্ষক নিয়োগে নিয়োগবিধি যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি/ চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে। |

### বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমণপোযোগী সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতি অর্থবছর উক্ত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান তার উর্ধ্বতন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে আসছে। একই সাথে চুক্তিভুক্ত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

করে ফলাবর্তন প্রদান করা হচ্ছে। এতে সকল স্তরের দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, ৮২,৫০০ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ২৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিতভাবে উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ, রস্ক প্রকল্পের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত ৭০,৫০০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮,১৪৭ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪,৭১৯ জন শিক্ষককে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪২,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং ৬৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ)কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।এছাড়াও বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, ওয়াশব্লক নির্মাণ, ই-নথি বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাগ্রহণ, আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম ২০১৯-২০ অর্থবছরে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সকল স্তরে (মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে জবাবদিহীতা, কাজের স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে আরো গতিশীল ও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

## প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র

| নির্দেশক | | এপিএসসি ২০১০ | এপিএসসি ২০১৭ | এপিএসসি ২০১৮ | এপিএসসি ২০১৯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. No. of schools covered by APSC | | ৭৮,৬৮৫ | ১,৩৩,৯০১ | ১৩৪১৪৭ | ১২৯২৫৮ |
| 2. Total Teachers | পুরুষ | ২০০,৭৪৩ | ২২২১৩৮ | ২৫৮৭৫১ | ২৩৯১২৯ |
| | মহিলা | ১৯৪,৫৩৮ | ৩৫১৮৬৩ | ৪২৬৬৪৯ | ১১৫৫৯৩ |
| | মোট | ৩৯৫,২৮১ | ৫৭৪০০১ | ৬৮৫৪০০ | ৩৫৪৭২২ |
| 3. Total Enroled Students (Grade I-V) | বালক | ৮,৪৭৩,৯৬১ | ৮৫০৮০৩৮ | ৮,৫৩৯,০৬৭ | ৮০৭৫৮৯২ |
| | বালিকা | ৮,৫৬৩,১৩৩ | ৮৭৪৩৩১২ | ৮,৭৯৯,০৩৩ | ৮২৬০২০৪ |
| | মোট | ১৬,৯৫৭,৮৯৪ | ১৭,২৫১,৩৫০ | ১৭,৩৩৮,১০০ | ১৬৩৩৬০৯৬ |
| 4. Total Pre-primary Enrolment | বালক | ৬২৭,৫২০ | ১৮৪১২৪২ | ১৭৯২৫৫9 | ১৮৯৩৭৩৪ |
| | বালিকা | ৫৯৫,০৭৭ | ১৮২৬৬০৯ | ১৭৮৫৮২৫ | ১৮৯২৫০৭ |
| | মোট | ১,২২২,৫৯৭ | ৩৬৬৭৮৫১ | ৩৫৭৮৩৮৪ | ৩৭৮৬২৪১ |
| 5. Total Enrolment (All Grade) | বালক | ৯১০১৪৮১ | ১০৩৪৯২৮০ | ১০৩৩১৬২৬ | ৯৯৬৯৬২৬ |
| | বালিকা | ৯১৫৮২১০ | ১০৫৬৯৯২১ | ১০৫৮৪৮৫৮ | ১০১৫২৭১১ |
| | মোট | ১৮২৫৯৬৯১ | ২০৯১৯২০১ | ২০৯১৬৪৮৪ | ২০১২২৩৩৭ |
| 6. Gross Intake Rate - GIR (%) | বালক | ১১৫.৪ | ১০৭ | ১০৯.০৭ | ১০৭.৬২ |
| | বালিকা | ১১৮.৫ | ১১২.৬ | ১১৫.৫৭ | ১১২.৮০ |
| | মোট | ১১৬.৯ | ১০৯.৮ | ১১২.৩২ | ১১০.৫১ |
| 7. Net Intake Rate- NIR (%) | বালক | ৯৮.৮ | ৯৬.৬ | ৯৫.৯৯ | ৯৬.২৯ |
| | বালিকা | ৯৯.৫ | ৯৯.৩ | ৯৭.০০ | ৯৬.৮০ |
| | মোট | ৯৯.১ | ৯৭.৯৩ | ৯৬.৪৮ | ৯৬.৫০ |
| 8. Gross Enrolment Rate- GER (%) | বালক | ১০৩.২ | ১০৮.১ | ১১০.৩২ | ১০৬.১৫ |
| | বালিকা | ১১২.৪ | ১১৫.৪ | ১১৮.৩০ | ১১৩.২০ |
| | মোট | ১০৭.৭ | ১১১.৭ | ১১৪.২৩ | ১০৯.৪৯ |
| 9. Net Enrolment Rate – NER (%) | বালক | ৯২.২ | ৯৭.৬৬ | ৯৭.৫৫ | ৯৭.৬৫ |
| | বালিকা | ৯৭.৬ | ৯৮.২৯ | ৯৮.১৬ | ৯৮.০১ |
| | মোট | ৯৪.৮ | ৯৭.৯৭ | ৯৭.৮৫ | ৯৭.৭৪ |
| 10. Cycle Dropout Rate (%) | বালক | ৪০.৩ | ২১.৭ | ২১.৪৪ | ১৯.২০ |
| | বালিকা | ৩৯.৩ | ১৫.৯ | ১৫.৬৯ | ১৫.৭০ |
| | মোট | ৩৯.৮ | ১৮.৮ | ১৮.৬ | ১৭.৯০ |
| 11. Survival Rate (%) | বালক | ৬৫.৯ | ৮১.৩ | ৮০.৯৩ | ৮৪.১০ |
| | বালিকা | ৬৮.৬ | ৮৫.৪ | ৮৭.৭৩ | ৮৬.১০ |
| | মোট | ৬৭.২ | ৮৩.৩ | ৮৩.৫৩ | ৮৫.২০ |
| 12. Coefficient of Efficiency | বালক | ৬২.৮ | ৮০.২ | ৮০.৮১ | ৮১.৯০ |
| | বালিকা | ৬১.৮ | ৮৩.৪ | ৮৩.৬২ | ৮৩.২০ |
| | মোট | ৬২.২ | ৮১.৯ | ৮২.২১ | ৮২.৬০ |
| 13. Cycle Completion Rate (Grade I-V) (%) | বালক | ৫৯.৭ | ৭৮.২৮ | ৭৮.৫৬ | ৮০.৮০ |
| | বালিকা | ৬০.৭ | ৮৪.০৮ | ৮৪.৩১ | ৮৩.২০ |
| | মোট | ৬০.২ | ৮১.২ | ৮১.৪ | ৮২.১০ |
| 14. Repetition Rate (%) | বালক | ১২.৮ | ৬.২ | ৫.৮ | ৫.১০ |
| | বালিকা | ১২.৪ | ৫.১ | ৫.০ | ৪.৯০ |
| | মোট | ১২.৬ | ৫.৬ | ৫.৪ | ৫.১০ |
| 15 PECE Pass Rate | মোট | ৯২.৩ | ৯৫.১৮ | ৯৭.৫৯ | ৯৫.৫০ |
| 16. Year Inputs Per Graduate | বালক | ৮ | ৬.২৩ | ৬.১৯ | ৬.১০ |
| | বালিকা | ৮.১ | ৫.৯৯ | ৫.৯৮ | ৫.৯৫ |
| | মোট | ৮ | ৬.১ | ৬.০৮ | ৬.০৫ |

## বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০১৯)

| School Type | স্কুল সংখ্যা | শিক্ষক | | | | শিক্ষার্থী | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | মহিলা | % মহিলা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | % ছাত্রী | মোট |
| Government Primary School | ৬৫৬২০ | ১২৬৪৩০ | ২২৯৯৩৬ | ৬৪.৫২ | ৩৫৬৩৬৬ | ৬৮৩৯০০৭ | ৭২৬১৪৩৮ | ৫১.৫০ | ১৪১০০৪৪৫ |
| Non- Registered Non-Government Primary School | ৪৭৫৪ | ৬৫৭৩ | ১৩৪৫০ | ৬৭.১৭ | ২০০২৩ | ১৭৮৪৭৮ | ১৮৬১৮৩ | ৫১.০৬ | ৩৬৪৬৬১ |
| Ebtadayee Madrasa | ৫৯১০ | ২০১৬৩ | ৭০০৮ | ২৫.৭৯ | ২৭১৭১ | ২২০১৭৯ | ২১৮০৪৭ | ৪৯.৭৬ | ৪৩৮২২৬ |
| Kindergarten | ২৮৯৫০ | ৮৮৬৩৮ | ১৩৯২৪৭ | ৬১.১০ | ২২৭৮৮৫ | ১২৪২০১৫ | ১১৯৬১০৩ | ৪৯.০৬ | ২৪৩৮১১৮ |
| NGO Schools | ৪৫৫৫ | ২৭০৮ | ১০২৭৪ | ৭৯.১৪ | ১২৯৮২ | ২১৭৩৮৫ | ২৩৭৫৪০ | ৫২.২২ | ৪৫৪৯২৫ |
| Community Schools | ১৪২ | ১৪৮ | ৪৩৮ | ৭৪.৭৪ | ৫৮৬ | ৬৮০৮ | ৭০৪৭ | ৫০.৮৬ | ১৩৮৫৫ |
| Ebtedayee Attached to High Madrasha | ৭৩৫৫ | ২৮৩৪০ | ৫৬৬১ | ১৬.৬৫ | ৩৪০০১ | ৪১৭৫৮৬ | ৪১২৮৬৪ | ৪৯.৭২ | ৮৩০৪৫০ |
| Primary Sections of High Schools | ১৮৯৯ | ৮০২৭ | ১০৪৫৪ | ৫৬.৫৭ | ১৮৪৮১ | ৩১৩০০৪ | ৩২১৬২৮ | ৫০.৬৮ | ৬৩৪৬৩২ |
| BRAC | ৩৭০২ | ৩৩০ | ৯০৪৫ | ৯৬.৪৮ | ৯৩৭৫ | ২৩৮৩৪৭ | ২৬১৩৯৮ | ৫২.৩১ | ৪৯৯৭৪৫ |
| RoSC School | ৩১৯৯ | ৬৪৭ | ২৯৫৪ | ৮২.০৩ | ৩৬০১ | ৩০৪৫৪ | ৩২৪৬৯ | ৫১.৬০ | ৬২৯২৩ |
| Sishu Kollyan Primary School | ২০৩ | ২৭৭ | ৬৪০ | ৬৯.৭৯ | ৯১৭ | ১০৮৫৩ | ১১৪৬১ | ৫১.৩৬ | ২২৩১৪ |
| Other NGO learning Centers | ১৬৩২ | ৩১৫ | ২৬৭৯ | ৮৯.৪৮ | ২৯৯৪ | ৪৮০৭১ | ৫১১৭২ | ৫১.৫৬ | ৯৯২৪৩ |
| Others | ১৩৩৭ | ২৯৮৯ | ৪৪৩০ | ৫৯.৭১ | ৭৪১৯ | ৮১৩০৬ | ৮১৪৯৪ | ৫০.০৬ | ১৬২৮০০ |
| Grand Total (Pre Primary to Grade 5) | ১২৯২৫৮ | ২৮৫৫৮৫ | ৪৩৬২১৬ | ৬০.৪৩ | ৭২১৮০১ | ৯৮৪৩৪৯৩ | ১০২৭৮৮৪৪ | ৫১.০৮ | ২০১২২৩৩৭ |

## প্রাক-প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০১৯)

| School Type | প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | % ছাত্রী |
| Govt. Primary Schools | ৮৮০৭২৬ | ৯০১৩৫৩ | ১৭৮২০৭৯ | ৫০.৫৮ |
| Non- Registered Non-Government Primary School | ৪৫১৪৬ | ৪৫৫৭৯ | ৯০৭২৫ | ৫০.২৪ |
| Ebtadayee Madrasa | ৪২০৪৬ | ৩৮৫৫২ | ৮০৫৯৮ | ৪৭.৮৩ |
| Kindergarten | ৫৯৮২০৭ | ৫৫৯৩৮০ | ১১৫৭৫৮৭ | ৪৮.৩২ |
| NGO Schools | ৮৪৬৮৫ | ৯০৮৮৯ | ১৭৫৫৭৪ | ৫১.৭৭ |
| Community Schools | ১৬৬১ | ১৭০৯ | ৩৩৭০ | ৫০.৭১ |
| Ebtedayee Attached to High Madrasha | ৩৩৭৫৭ | ৩২১৫০ | ৬৫৯০৭ | ৪৮.৭৮ |
| Primary Sections of High Schools | ৩৯৪৬৪ | ৪১৪৩৫ | ৮০৮৯৯ | ৫১.২২ |
| BRAC | ১০৮৭৫০ | ১২১৬৮৪ | ২৩০৪৩৪ | ৫২.৮১ |
| RoSCSchool | ৩৭১ | ৪০৬ | ৭৭৭ | ৫২.২৫ |
| Sishu Kollyan Primary School | ১৫৫০ | ১৪৬৬ | ৩০১৬ | ৪৮.৬১ |
| Other NGO Centers | ১৮৪৬২ | ১৮৮৭১ | ৩৭৩৩৩ | ৫০.৫৫ |
| Others | ৩৮৯০৯ | ৩৯০৩৩ | ৭৭৯৪২ | ৫০.০৮ |
| Grand Total | ১৮৯৩৭৩৪ | ১৮৯২৫০৭ | ৩৭৮৬২৪১ | ৪৯.৯৮ |

## ১.৬ শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য: (২০১৯)

| ক্যাটাগরি | প্রাক-প্রাথমিক | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | ৫ম শ্রেণি | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ছাত্র | ১৮৯৩৭৩৪ | ১৬৬২১১৩ | ১৫২৪৭৪৫ | ১৬৯৩৩৭৩ | ১৬৮৭৯৩২ | ১৩৮১৫৯৬ | ৯৮৪৩৪৯৩ |
| ছাত্রী | ১৮৯২৫০৭ | ১৬৬৬২৫১ | ১৬৩১৩২০ | ১৮০৭০৯৩ | ১৭৫০৬৬৯ | ১৫৩১০০৪ | ১০২৭৮৮৪৪ |
| মোট | ৩৭৮৬২৪১ | ৩৩২৮৩৬৪ | ৩১৫৬০৬৫ | ৩৫০০৪৬৬ | ৩৪৩৮৬০১ | ২৯১২৬০০ | ২০১২২৩৩৭ |

## ১.৭ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০১৯)

| বছর | গ্রস | | | নীট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | বালক | বালিকা | মোট | বালক | বালিকা | মোট |
| ২০০৯ | ১০০.১ | ১০৭.১ | ১০৩.৫ | ৮৯.১ | ৯৯.১ | ৯৩.৯ |
| ২০১০ | ১০৩.২ | ১১২.৪ | ১০৭.৭ | ৯২.২ | ৯৭.৬ | ৯৪.৮ |
| ২০১১ | ৯৭.৫ | ১০৫.৬ | ১০১.৫ | ৯২.৭ | ৯৭.৩ | ৯৪.৯ |
| ২০১২ | ১০১.৩ | ১০৭.৬ | ১০৪.৪ | ৯৫.৪ | ৯৮.১ | ৯৬.৭ |
| ২০১৩ | ১০৬.৮ | ১১০.৫ | ১০৮.৬ | ৯৬.২ | ৯৮.৪ | ৯৭.৭ |
| ২০১৪ | ১০৪.৬ | ১১২.৩ | ১০৮.৪ | ৯৬.৮ | ৯৮.৮ | ৯৭.৭ |
| ২০১৫ | ১০৫.০ | ১১৩.৪ | ১০৯.২ | ৯৭.১ | ৯৮.৮ | ৯৭.৯ |
| ২০১৬ | ১০৯.৩ | ১১৫.০০ | ১২২.১০ | ৯৭.০১ | ৯৮.৮০ | ৯৭.৯৬ |
| ২০১৭ | ১০৮.১ | ১১৫.৪ | ১১১.৭ | ৯৭.৬৬ | ৯৮.২৯ | ৯৭.৯৭ |
| ২০১৮ | ১১০.৩২ | ১১৮.৩০ | ১১৪.২৩ | ৯৭.৫৫ | ৯৮.১৬ | ৯৭.৮৫ |
| ২০১৯ | ১০৬.১৫ | ১১৩.২০ | ১০৯.৪৯ | ৯৭.৬৫ | ৯৮.০১ | ৯৭.৩৪ |

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরে পড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নত মানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে-হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশিই প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিম্নরূপে :

## ১.৮ ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপণীর শতকরা হার

| বছর | ২০০৫ | ২০০৬ | ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ | ২০১৭ | ২০১৮ | ২০১৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঝরে পড়ার শতকরা হার | ৪৭.২ | ৫০.৫ | ৫০.৫ | ৪৯.৩ | ৪৫.১ | ৩৯.৮ | ২৯.৭ | ২৬.২ | ২১.৪ | ২০.৯ | ২০.৪ | ১৯.২ | ১৮.৮ | ১৮.৬ | ১৭.৯ |
| প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার | ৫২.৮ | ৪৯.৫ | ৪৯.৫ | ৫০.৭ | ৫৪.৯ | ৬০.২ | ৭০.৩ | ৭৩.৮ | ৭৮.৬ | ৭৯.১ | ৭৯.৬ | ৮০.৮ | ৮১.২ | ৮১.৪ | ৮২১ |

তথ্যসুত্র : বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৯

* নীট ভর্তি কেবল ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

## সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

| নং | কর্মসূচি | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট (কোটি টাকা) | | জাতীয় বাজেটে শতকরা হার | ব্যয় (কোটি টাকা) | বরাদ্দের শতকরা হার | * উপকারভোগী | | | অন্যান্য (উল্লেখ করুন) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মূল | সংশোধিত | | | | শ্রম জন | শ্রম দিবস | শ্রম মাস | | |
| ০১ | প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়) | ৭২২.৩৬ | ২৬৮৫.৬১ | – | ১১৫২.১২ | ৪২.৯০% | – | – | – | ১.৪০ কোটি শিক্ষার্থী | সারাদেশে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়। |
| ০২ | দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প | ৪৭৪.৫৯ | ৪৬০.০০ | – | ৪৫৪.৪৬ | ৯৮.৮০% | – | – | – | ২৯.০৮ লক্ষ শিক্ষার্থী | ১০৪টি উপজেলায় প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। |
| ০৩ | রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়) | ১৫৬.২৬ | ২১০.০৯ | – | ১৭৪.৮২ | ৮৩.২১% | – | – | – | ১.৯০ লক্ষ শিক্ষার্থী | ভর্তিকৃত শিশুদের শিক্ষা ভাতা ও অনুদান দেয়া হয়। |
| ০৪ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ | | ২২০.০০ | – | ১৭৭.০৪ | ৮০.৪৭% | – | – | – | ২,৩৫,৫৫,৬২৯ শিক্ষার্থীর জন্য | বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। |
| | মোট = | ১৩৫৩.২১ | ৩৫৭৫.৭০ | | ১৯৫৮.৪৪ | ৫৪.৭৭% | | | | | |

বি: দ্র: ১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় শ্রম জন, শ্রম দিবস এবং শ্রম মাস এর বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২। উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

### ১.৯ বিশেষ অর্জন:

সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করোনা পরিস্থিতির কারণে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

### ১.৯.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হারঃ

| অর্থ বছর | প্রকল্প সংখ্যা | এডিটি বরাদ্দ কোটি টাকায় | | | ব্যয় (কোটি টাকায়) | | | অগ্রগতির হার (%) | জাতীয় গড় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | জিওবি | প্র. গাহায্য | মোট | জিওবি | প্র. গাহায্য | | |
| ২০০৯-১০ | ১১ | ২৮২৩.১৮ | ১৩৫৭.৩২ | ১৩৬৫.৮৫ | ২৭১৬.১৮ | ১৪৩৯.০৬ | ১২৭৭.১১ | ৯৬.২১ | ৯১% |
| ২০১০-১১ | ১৪ | ৩০৫৬.৬২ | ১৮৩৫.০৮ | ১২২১.৫৪ | ২৯৭৮.৯৮ | ১৮১৬.৩৪ | ১১৬২.৬৪ | ৯৭.৪৬ | ৯২% |
| ২০১১-১২ | ১৪ | ২৪৬৬.৩২ | ২০৭৯.৮৯ | ৩৮৬.৪৩ | ২৪১৭.৭০ | ২০৫২.৯৬ | ৩৬৪.৯৭ | ৯৮.০৪ | ৯৩% |
| ২০১২-১৩ | ১৮ | ৩৯১৬.৩২ | ৩৩৫৫.৮৩ | ৫৬০.৯৩৩ | ৩৭৬৫.৫০ | ৩৩১৭.৫৮ | ৪৪৭.৯২ | ৯৬.১৫ | ৯৬% |
| ২০১৩-১৪ | ১৬ | ৪৫২৮.৬৫ | ৪০৪২.৭২ | ৪৮৫.৯৩ | ৪৪৮৬.৪১ | ৪০১৩.৩৭ | ৪৭৩.০৪ | ৯৯.০৭ | ৯৫% |
| ২০১৪-১৫ | ১৩ | ৪৩৩৩.২৮ | ৩৮৯০.২১ | ৪৪৩.০৭ | ৪১৮৬.১৫ | ৩৭৫৫.৪৮ | ৪৩০.৬৭ | ৯৬.৬০ | ৯১% |
| ২০১৫-১৬ | ১২ | ৫২৪৭.৩৬ | ৪৯০০.০০ | ৩৪৭.৩৬ | ৫১৪৩.২১ | ৪৮১৬.৫৪ | ৩২৬.৬৭ | ৯৮.০২ | ৯২% |
| ২০১৬-১৭ | ০৯ | ৬২৬২.৫০ | ৫৯০০.০০ | ৩৬২.৫০ | ৫৫৪৫.৭২ | ৫২১৪.৫০ | ৩৩১.২১ | ৮৮.৫৫ | ৮৯.৮৯% |
| ২০১৭-১৮ | ১৪ | ৭৪০১.৯৭ | ৭০৩৬.৯৩ | ৩৬৫.০৪ | ৬৭৭৭.৮০ | ৬৪৩৪.৫৭ | ৩৪৩.২২ | ৯১.৫৭ | ৯৪.০২% |
| ২০১৮-১৯ | ১১ | ৬৪২৭.৩৮ | ৬০৯১.২৪ | ৩৩৬.১৪ | ৬১৪৬.৪২ | ৫৮৮৭.৯০ | ২৫৮.৫২ | ৯৫.৬৩ | ৯৪.৩৬% |
| ২০১৯-২০ | ১৪ | ৯০১৬.২৪ | ৭২৬৪.১০ | ১৭৫২.১৪ | ৬৩৩৩.৮৩ | ৪৫১২.৪৩ | ৮২১.৪০ | ৭০.২৫ | ৮০.২৮% |

১.৯.২ (ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬১৮৫টি। বাকি ৮টি বিদ্যালয়ের জমি ও অন্যান্য জটিলতা থাকায় এখনো অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

(খ) অধিগ্রহণকৃত ২৭টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তিন পার্বত্য জেলায় ইউএনডিপি পরিচালিত ২১০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক আত্মীকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) ২৬১৫৮টি এবং ৩য় ধাপের ৮৭৬টি বিদ্যালয়ের সৃজিত পদে শিক্ষক আত্মীকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

# প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

# প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

**পটভূমি:**

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষকরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ-ইউপেপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুল ফিডিংসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ সকল কর্মকান্ড সুচারুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৫১% ছাত্রী। শিক্ষায় সমাজ উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার প্রায় আটানব্বই শতাংশ। শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ১৭.৯০ শতাংশ হয়েছে। ঝরে পড়ার হার প্রতিবছরই কমে আসছে।

**প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো:**

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

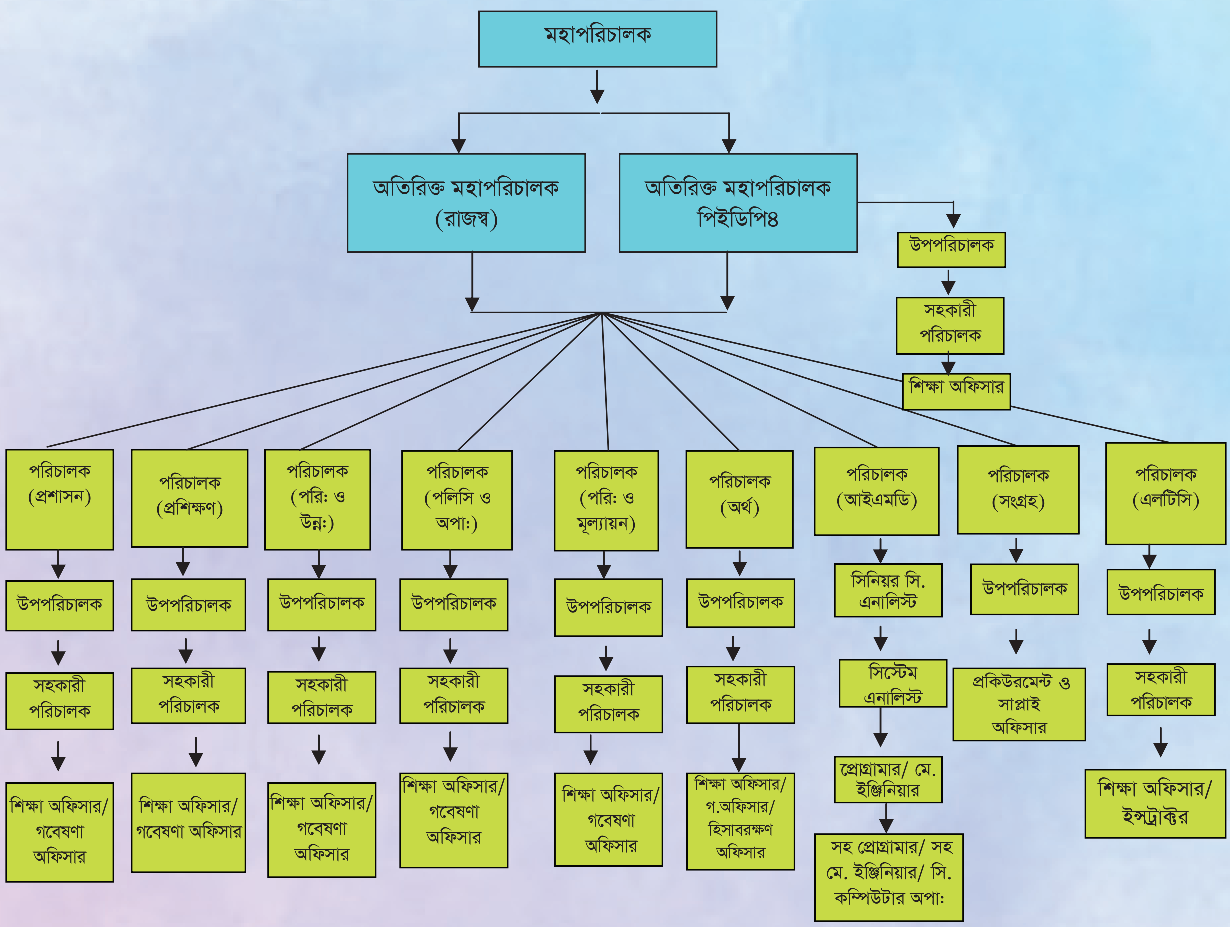

## প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম

**বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ:** প্রতিবছর ১ জানুয়ারি বই উৎসবের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরেও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশে বই বিতরণ উৎসব উদযাপিত হয় এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদেরকে ১০০% নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। এর পূর্বে ৫০% নতুন ও ৫০% পুরাতন বই প্রদান করা হতো।

### ২০১৮-২০২০ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য:

| ক্রমিক নং | শ্রেণি | শিক্ষাবর্ষ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | |
| ১. | প্রাক-প্রাথমিক | ৬৮২৩৬৪৮ | ৬৮৫৬০২০ | ৬৬৭৫২৭৬ | |
| ২. | প্রথম | ১৪৪৮৮৩৯৫ | ১৩৬৪৮৮১৬ | ১৩৫৪৩৭৪৩ | |
| ৩. | দ্বিতীয় | ১৩৯১৯৩৫৩ | ১৩১৬২৩৭১ | ১৩০৭৭৮১৪ | |
| ৪. | তৃতীয় | ২৬৪৫১৬৭৯ | ২৫৪৮২৯৫৬ | ২৫২৯৪০৪৩ | |
| ৫. | চতুর্থ | ২৫৪৮৬৩০৯ | ২৪৪৩৫৯৩৫ | ২৪৫১১৯৯২ | |
| ৬. | পঞ্চম | ২৩২৫২৫৫১ | ২২১৫১৮২২ | ২২০৬৮৫৮০ | |
| ৭. | নৃ-গোষ্ঠী | ১৪৯২৭৬ | ২৭৭০৬৮ | ২৩০১০৩ | |
| | সর্বমোট | ১১০৫৭১২১১ | ১০৬০১৪৯৮৮ | ১০৫৪০১৫৫১ | |

নৃ-গোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং ১ম-৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণপূর্বক উহা সরবরাহ করা হয় (চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, সাদরি)। নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং প্রাথমিক স্তরের ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণির নমুনা কপিসহ সর্বমোট বিতরণকৃত পঠন-পাঠন সামগ্রী/পাঠ্যপুস্তক ২,৩০,১০৩ টি।

### একীভূত শিক্ষা:

**একীভূত শিক্ষা বিষয়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ (২০১৯-২০)**

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত Action plan গুলোর আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পড়ালেখা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদেরমধ্যে বিভিন্ন ধরণের অ্যাসিসটিভ ডিভাইস (চশমা, হুইল চেয়ার, শ্রবণযন্ত্র ইত্যাদি) প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- অটিজম এবং এনডিডিসহ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ৬৪টি জেলা থেকে ২৪০০ জন শিক্ষককে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৮টি বিভাগে মাঠ পর্যায়ের ৪৮০ জন কর্মকর্তাকে জেন্ডার এন্ড ইনক্লুসিভ এডুকেশন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
- একীভূত শিক্ষার আওতায় সকল শিশুর নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনের অধিকার নিশ্চিতকরণে Multi Lingual Education (MLE) কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির শিশুদের জন্য ৫ টি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন পূর্বক বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তিন পাবর্ত্য জেলায় ২৭০ জন শিক্ষককে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশুদের দক্ষতা নির্ধারণে  সু-স্বাস্থ্যে সুশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদে ডাক্তার সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সনাক্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চতকরণ ও সমসুযোগের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয় এলাকার জনগণ, এসএমসির সদস্য, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে ৪৫ টি জেলায় সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

## প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

২০১৯ সনের (APSC)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৭,৮৬,২৪১ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২ পর্যায়ে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়সহ) ১০,০০০/- করে সর্বমোট ৬৪,৯৫,৯০,০০০/-প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখণ-শেখানো সামগ্রী/ক্রয়/তৈরী /শ্রেণি সজ্জিতকরণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সম্প্রতি জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ১টি করে মোট ২৬,০০০টি শিক্ষকপদ সৃজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শীঘ্রই উক্ত পদগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৫+ বয়সের শিশুদের জন্য ১ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ৪+ বয়স থেকে শিশুদের জন্য ২বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ধারনাপত্র (Concept paper)ও সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেন; যা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি অন্যতম মাইলফলক।

## শিক্ষক নিয়োগ:

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সহকারি শিক্ষকের শূন্য পদে ১৮,১৪৭ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ০১টি (একটি) করে সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় প্রাক-প্রাথমিকের জন্য সর্বমোট ২৬০০০ সহকারী শিক্ষক এবং রাজস্ব খাতে বিদ্যমান ৬,৯৪৭ টি সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রধান শিক্ষকের ১৬,৬৮৭ পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়মিত করণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে প্রায় ৬৯% শিক্ষিকা রয়েছেন।

## ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | নিয়োগকৃত শিক্ষক সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | ২০১৭-১৮ | ৮৯৮ | প্রধান শিক্ষক |
| ২. | ২০১৮-১৯ | ১০০৯২ | ৩২৫ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৯৭৬৭ জন সহকারী শিক্ষক |
| ৩. | ২০১৯-২০ | ১৮১৪৭ | সহকারী শিক্ষক |
| মোট | | ২৯১৩৭ | |

## প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা:

২০০৯ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রতি বছর সারাদেশে একযোগে সাধারণত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বাইরে ৮টি দেশের ১২টি কেন্দ্রসহ সারাদেশে ৭৪৭০টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯ সালে বিভিন্ন ধরণের ৯৮,৮১১টি (আটানব্বই হাজার আটশত এগারো) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ২৫,৫৫,০৬৪ জন (পঁচিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চৌষট্টি) ছাত্রছাত্রী তালিকাভুক্ত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪,৫৪,১৫১ জন (চব্বিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত একান্ন) এবং পাশের হার ৯৫.৫০%।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের প্রাথমিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রাথমিক বৃত্তি দু'ধরণের- (ক) ট্যালেন্টপুল এবং (খ) সাধারণ। ২০১৫ সাল হতে প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮২,৫০০ তে উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা ৩৩,০০০ এবং সাধারণ গ্রেড এ বৃত্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা ৪৯,৫০০। ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ৩০০/- (তিনশত) টাকা এবং এককালীন ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা প্রদান করা হয়। তাছাড়া সাধারণ গ্রেড এ বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা এবং এককালীন ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা প্রদান করা হয়।

## প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সর্বশেষ ৩ বছরের তথ্য:

| পরীক্ষার সাল | উপজেলা | পরীক্ষা কেন্দ্র | | ডিআরভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | | | উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | | | পাশের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | দেশের বাহিরে | দেশে | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |
| ২০১৭ | ৫০৮ | ১২ | ৭২৬৭ | ১২,৯৮,৭৭৮ | ১৫,০৭,৩১৮ | ২৮,০৬,০৯৬ | ১২,৩৯,১৮১ | ১৪,৫৭,০৩৫ | ২৬,৯৬,২১৬ | ৯৫.১৮% |
| ২০১৮ | ৫১০ | ১২ | ৭৩৯৮ | ১২,৭৭,৮৯৬ | ১৪,৯৮,৯৮৬ | ২৭৭৬৮৮২ | ১২,১১,৬০০ | ১৪,৪১,২৯৬ | ২৬,৫২,৮৯৬ | ৯৭.৫৯% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৯ | ৫১১ | ১২ | ৭৪৫৮ | ১১,৭৮,১৪৬ | ১৩,৭৬,৯১৮ | ২৫,৫৫,০৬৪ | ১১,২৪,২২৫ | ১৩,২৯,৯২৬ | ২৪,৫৪,১৫১ | ৯৫.৫০% |

### বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট :

'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' এ মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে লেখাপড়ার পাশাপশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, কাবিং কার্যক্রম, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্তা বৃদ্ধিকল্পে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রতিযোগীতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দ্যেশ্যে ও জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়।

দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে শুরু এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যয়ের দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যয়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন, রানার আপ এবং ৩য় স্থান অধিকারী দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮ টি দলকে সরকারী অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

### বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের গত তিন বছরের তথ্য:

| টুর্নামেন্টের নাম | সন | অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা | অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা | চ্যাম্পিয়ন | রানার্সআপ |
|---|---|---|---|---|---|
| বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট | ২০১৭ | ৬৪৬৮৮ | ১০৯৯৬৯৬ | পূর্ব উজানটিয়া সপ্রাবি, পেকুয়া, কক্সবাজার | ভুলবাড়িয়া সপ্রাবি,সাথিয়া, পাবনা। |
| | ২০১৮ | ৬৫৭৯৫ | ১১১৮৫১৫ | হরিপুর সপ্রাবি, জৈন্তাপুর, সিলেট। | দঃ কানিয়ালখাতা সপ্রাবি, সদর, নীলফামারী। |
| | ২০১৯ | ৬৫৩৬৭ | ১১১১২৩৯ | কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। | |

### বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

২০১০ সনের বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ধারাবাহিকতায় ২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে শুরু এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যয়ের দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যয়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

### বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের গত তিন বছরের তথ্য:

| টুর্নামেন্টের নাম | সন | অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা | অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা | চ্যাম্পিয়ন | রানার্সআপ |
|---|---|---|---|---|---|
| বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট: | ২০১৭ | ৬৪৬৮৩ | ১০৯৯৬১১ | দোহারো সপ্রাবি, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ। | পাঁচরুখী সপ্রাবি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ। |
| | ২০১৮ | ৬৫৭০০ | ১১১৬৯০০ | পাঁচরুখী সপ্রাবি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ। | টেপুরগাড়ী বি কে সপ্রাবি, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। |
| | ২০১৯ | ৬৫৩৬৮ | ১১১১২৫৬ | কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। | |

## আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা বাবদ সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে মোট ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়, ক্লাস্টার, উপজেলা/থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা যায়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হবে। মোট ১৫টি ইভেন্টে বিদ্যালয় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

## এক নজরে ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ভৌত অবকাঠামোগত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

| ক্রঃনং | প্রকল্প/কর্মসূচি | কার্যক্রমের নাম | অর্থবছর | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | |
| ১. | চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) | বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক কক্ষ নির্মাণ/ সম্প্রসারণ | ৫৫০৪ | ৬৭৪৬ | |
| | | ওয়াশব্লক নির্মাণ | ৮১০ | ১১৭৫ | |
| | | নলকূপ স্থাপন | ৩৫০ | ১২১৭ | |
| ২. | নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) | বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক কক্ষ নির্মাণ/ সম্প্রসারণ | ৪৫১৯ | ৫৭৫৫ | |
| | | ওয়াশব্লক নির্মাণ | ৬৫০ | ৯১২ | |
| | | নলকূপ স্থাপন | ৪০০ | ১১৩২ | |
| ৩. | চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) | অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ | - | ৪ | ২৩১২ কার্যক্রম চলমান |
| | | বড় ধরণের মেরামত (বিদ্যালয়) | ১০২ | ৪৫৩ | |
| | | রুটিন মেরামত (বিদ্যালয়) | ৪২০০৬ | ৪২০৪২ | |
| | | উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত | - | ৩৯ | |
| | | ডিপিইও অফিস সম্প্রসারণ | - | ১ | |
| | | পিটিআই সম্প্রসারণ/সংস্কার | - | ১০ | |
| | | বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | - | ২৫ | |
| | | ইউআরসি মেরামত | - | ১০ | |
| | | ডিডি অফিস | - | ১ | |
| | | নলকূপ স্থাপন | - | ২৬৪ | |
| | | ওয়াশব্লক মেরামত | | ৩৭৩১ | |

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি এর আওতায় ৫২৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মোট ১২ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং এ কাজ সরাসরি এসএমসি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এডুকেশ ইন ইমার্জেন্সি গাইড লাইনের আলোকে এ টাকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অস্থায়ী গৃহনির্মাণ/জরুরি মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

## SLIP ও UPEP কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হলো SLIP কার্যক্রম। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্লিপ গ্র্যান্ট হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) এবং উপজেলা প্রাইমারী এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান

আছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এখাতে প্রায় ৩৭৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। স্লিপ গাইডলাইন ও ইউপেপ গাইডলাইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং স্লিপ গাইডলাইন বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দেশের ৫০টি জেলার ৫০টি নির্বাচিত উপজেলায় ইউপেপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

## এসডিজি

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারন ও উন্নয়নে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা গ্রহণে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের বহুমূখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষর্থী ভর্তির হার ৯৭.৭৪% ।এর মধ্যে বালিকা শিশু ৫১.৫%। বিদ্যালয়ে ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার প্রতিবছর কমছে। বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ জন্য একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্কুল হেলথ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে বছরে দু-বার শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবছর দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের দপ্তরসমূহ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও SDG এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

## সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় প্রয় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ২০১৯ শিক্ষা বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রস্ক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী ও উপকরণ পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হিসেবে এ সকল কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে যা শিক্ষার্থীর মা কিংবা মায়ের অবর্তমানে নিকট স্বজনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কেবিনেট ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত স্যোসাল প্রটেকশন বিষয়ক কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিলো। মেলার সর্ববৃহৎ স্টলটিও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়।

## প্রশিক্ষণ:

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুর বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমতাভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা প্রদান করাই হচ্ছে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর অভিষ্ঠ লক্ষ্য। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, শিখন উপযোগী আগ্রহী শিশু, শিক্ষায়তন ও সংশ্লিষ্ট পরিবেশ। আর শিক্ষককে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষ শিক্ষক শিখন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এ প্রেক্ষিতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর আওতায় একটি গবেষণাধর্মী অভিজ্ঞতামূলক ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন/Continuous Professional Development (CPD) ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে। এ গবেষণাটি চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণপূর্বক এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বা শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে পরিচালনা করা হয়েছে। পিইডিপি৪ এর আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো ডিপিএড বেসিক কোর্স বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ,শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু এবং সংগীত), যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন প্রশিক্ষণ (প্রি-প্রাইমারী), লিডারশীপ প্রশিক্ষণ, আইসিটি ইন এডুকেশন প্রশিক্ষণ, সুপারভিশন প্রশিক্ষণ, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, অ্যাকশন রিসার্চ, লেসন স্টাডি, পেশাগত মানোন্নয়নে শিখন-শেখানো কাযক্রম, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও অন্যান্য

শিক্ষোপকরণ প্রণয়ন প্রশিক্ষণ, শ্রেণিভিত্তিক/বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সিস্টেমেটিক ইংলিশ প্রশিক্ষণ, গণিত অলিম্পিয়াড এবং শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ।

- **ডিপিএড কোর্স:** বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মান উন্নয়নের জন্য গঠনবাদের আলোকে ডিপিএড কোর্স প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৮ মাস ব্যাপী এ কোর্সে শিক্ষার্থী শিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়জ্ঞান (SK), শিক্ষণ বিজ্ঞান (PK) ও পেশাগত অনুশীলন করে থাকেন।
- **বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (পাঁচটি কোর বিষয়-বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এবং তিনটি ননকোর বিষয়-শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু এবং সংগীত):** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও নির্বাচিত প্রশিক্ষক দ্বারা অন্যান্য শিক্ষকগণের মাঝে বিষয়ভিত্তিক ( কোর/নন কোর) এ প্রশিক্ষণের বিস্তরণ ঘটানো হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ্য পুস্তক পর্যালোচনা , লেসন প্লান তৈরি, উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারসহ পাঠদান উপস্থাপনের কৌশল এবং পদ্ধতি বিষয়ে নবতর ধ্যান-ধারণা অবহিত করা হয়। মূলত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করেই শিখন-শেখানো প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।
- **প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ:** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন কিভাবে করতে হয় তা অবহিত করা হয়।
- **নবনিযুক্ত সহকারী শিক্ষকগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ:** নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকগণকে চাকুরীর শুরুতে ইনডাকশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিকালীন দায়িত্ব এবং পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়।
- **প্রধান শিক্ষকগণের লিডারশীপ প্রশিক্ষণ:** বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রধান শিক্ষকগণের কার্যকর নেতৃত্ব, তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক, প্রশাসক ও শ্রেণি পাঠদানে সহকারী শিক্ষকগণকে সার্বিক সহায়তা প্রদানে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে লিডারশিপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- **আইসিটি ইন এডুকেশন প্রশিক্ষণ:** মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কনটেন্ট এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদানকে সহজতর করার লক্ষ্যে আইসিটি ইন এডুকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- **কর্মকর্তাগণের একাডেমিক সুপারভিশন:** মাঠ পর্যায়ে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এর ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও একাডেমিক সুপারভিশন করে থাকেন। এ প্রশিক্ষণে একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ে সার্বিক ধারণা প্রদান করা হয়।
- **সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ:** প্রণয়ণকৃত লিফলেট অনুযায়ী সাব-ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষকগণের একটি একাডেমিক সাপোর্ট সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে । তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।
- **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:** কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে Modern School Management practice বিষয়ে ৭ দিন ব্যাপী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।
- **Overseas One Year Master's degree:** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে এক বৎসর মেয়াদী এই প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়।
- **অ্যাকশন রিসার্চ ও পাঠ সমীক্ষা:** অ্যাকশন রিসার্চ এমন একটি মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যেখানে সমস্যা সমাধানের কার্যক্রম পরিচালিত হয় উপাত্ত-ভিত্তিক যৌথ গবেষণা, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে বা শ্রেণিকক্ষে চলমান সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে সহায়তা করে।
- **সিস্টেমেটিক ইংলিশ প্রশিক্ষণ:** বৃটিশ কাউন্সিল থেকে পরিচালিত নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ নির্বাচিত ১৫ টি পিটিআই এ অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- **ম্যানুয়াল ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ প্রণয়ন প্রশিক্ষণ:** পিইডিপি৪ এ প্রথমবারের মত ম্যানুয়াল ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ প্রণয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। লেখকগণ যাতে বিধিবিধান মেনে কাজটি করতে পারেন তার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাগণকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রক্রিয়া চলছে।

**চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | ডিপিএড | ১৮ মাস | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৩৪৩৪৬ জন |
| ২. | Overseas One Year Master's degree | ১২ মাস | ২০ জন তথ্য সংগৃহিত, করোনা পরিস্থিতির কারণে কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে |
| ৩. | বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাংলা | ০৬ দিন | ৪৯৬৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৪. | বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইংরেজি | ০৬ দিন | ৪৪৩৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৫. | বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিবেশ পরিচিতি সমাজ | ০৬ দিন | ৭০১৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৬. | বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান | ০৬ দিন | ৭০৯৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৭. | বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শারীরিক শিক্ষা | ০৬ দিন | ২১১০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৮. | বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চারু ও কারু | ০৬ দিন | ৬৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৯. | বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংগীত | ০৬ দিন | ২৩৯২৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ১০. | Primary Education Learners' Numeracy Skills Development through Math Olympiad Techniques | Master trainer & Resource -8 days Refresher-4 days | Resource Person-100 (Instructor PTI) |
| ১১. | Competency Based Test Items Development Marking & Test Administration | তিন দিন | ৬২৩৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |
| ১২. | ICT in Education Training | ১২ দিন | ১০,১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |

## ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে, যা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা- ৩,২০,০০০টি। এপিএ ২০১৯-২০ অর্থবছরে নতুনভাবে অফিস পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা- ৫০০টি নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ই-মনিটরিং অ্যাপস্ সংশোধনপূর্বক আকর্ষণীয় ড্যাশবোর্ড করা হয়েছে প্রত্যেক পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য স্মার্ট ডিভাইস সরবরাহ করা হয়েছে। অনলাইন বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতি মাসে ইন্টারনেট ডাটা সরবরাহ করা হয়। ০৮ বিভাগ ও ৬৪ জেলায় ই-মনিটরিং এর সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য একজন করে সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে (এডিপিইও)-কে ফোকাল পয়েন্ট করা হয়েছে । ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম এর সাথে সংযোগ রেখে "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন" এ সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক পাঠদান কার্যক্রম 'ঘরে বসে শিখি'র তথ্য সংগ্রহের জন্য সংসদ টেলিভিশন তথ্য সংগ্রহ সফটওয়্যার ডেভেলপ করে ডিপিই-র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সারাদেশের পাঠদানের তথ্য মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ৫১০টি উপজেলা/থানায় ই-মনিটরিং কার্যক্রম চলমান আছে।

## বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (Annual Primary School Census):

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মনোন্নয়নে প্রতিবছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (APSC) প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ২০১৯ সালেও বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্য গবেষণা ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হয় বিধায় দেশের সকল ক্যাটাগরির প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল: বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষার্থী সংখ্যা, ভূমির

তথ্য, স্যানিটেশন ও ওয়াশ-ব্লকসহ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্লিপ অনুদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, ক্যাচমেন্ট এলাকার শুমারিকৃত শিশুদের তথ্য ও শিক্ষকদেও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যেমন: GER, NER, Cycle Dropout Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI (GER), GPI (NER), Year Inputs per Graduate এবং Cycle Dropout Rate সন্নিবেশিত করে প্রতিবছর APSC প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, তাই এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার দর্পণ (Mirror) বলা যেতে পারে।

## বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report):

প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন হচ্ছে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা Annual Sector Performance Report (ASPR) । যা প্রতিবছর প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমানগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন সূচক যেমন: KPI (GER, EFAs, NER), PSQL(Book distribution, SLIP grant, Assistant Teacher and Cluster Training), PEDP4 পরিবীক্ষণ সূচক এবং SDG4 সম্পর্কিত সূচক প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়

## আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

অর্থ বিভাগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের এবং চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের বাজেট iBAS++ এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের অনুকুলে বরাদ্দ প্রেরণ করে হিসাব রক্ষণ অফিসের মাধ্যমে বিল পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। iBAS++ কর্তৃক জেনারেটকৃত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ২০১৯-২০ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং পরিচালিত Online Accounting Information System (AIS) টি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নতুন আর্থিক কোড অনুসারে আপডেট করা হয়েছে। DPE AIS এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের চাহিদা সংগ্রহ করে তার আলোকে বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের বরাদ্দ প্রেরণের ক্ষেত্রে DPE AIS সিস্টেম ব্যবহার করে বরাদ্দপত্র প্রেরণ এবং ডিডিওগণের মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে বরাদ্দের তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা ২০১৯-২০ আর্থিক বছর হতে শুরু হয় । প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সঠিক এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের আওতায় একটি স্বতন্ত্র অডিট সেল গঠন করা হয়েছে।

## প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যাবলী:

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীন প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন এবং পিইডিপি-৪ এর সংস্থান মোতাবেক যাবতীয় প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম এ বিভাগের আওতায় সম্পাদন করা হয়ে থাকে;
- বিভিন্ন লাইন ডিভিশন হতে প্রাপ্ত প্রকিউরমেন্ট চাহিদা অনুযায়ী পণ্য, কার্য ও সেবা প্রকিউর করা হয়;
- বর্তমানে ইজিপি-এর মাধ্যমে প্রায় শতভাগ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়।

## তথ্য ব্যবস্থাপনা:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ বিভিন্ন দপ্তরে মেশিনারী দ্রব্য প্রদান, মেরামত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো: বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে সাউন্ড সিস্টেম বিতরন, প্রাথমিক শিক্ষায় ই-মনিটরিং সিস্টেম সর্বত্র চালু করার লক্ষ্যে ৩৭০০টি ট্যাব ক্রয় করে সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও তদূর্ধ কর্মকর্তাদের ই-মনিটরিং করার জন্য বিতরন করা হয়েছে। সারা দেশে এখন ট্যাবের মাধ্যমে ই-মনিটরিং কার্যক্রম চলমান। এছাড়া, ১২টি নতুন পিটিআই এর মধ্যে ১২টিতে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন ৫৫টি পিটিআই আইসিটি ল্যাবে আরো ১০টি করে নতুন ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ২টি করে এসি সরবরাহ করা হয়েছে। আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিকের ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১টি বইয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ডিভিডি প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৭টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, ৫৫টি ল্যাবে ৩০টি করে এবং ১২টি ল্যাবে ২০টি করে কম্পিউটার, ১টি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টও প্রদান করা হয়েছে। ৬০ হাজারের বেশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আইসিটি কন্টেন্ট তৈরির বিষয়ে ১২দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ

প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,৩১,৫৪৪ জন শিক্ষককে বর্তমান শিক্ষক বাতায়নে সংযুক্ত করা হয়েছে।

## এক নজরে প্রকল্প/কর্মসুচিসমূহ:

## চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪):

| | | |
|---|---|---|
| কর্মসূচির নাম | ঃ | চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) |
| প্রকল্পের মেয়াদ | ঃ | জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩। |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | ঃ | প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর |
| প্রকল্প ব্যয় | ঃ | ৩৮,৩৯৭১৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৫৫৯১৫৭.০০, পিএ: ১২৮০৫৫৯.০০)। |
| প্রকল্প এলাকা | ঃ | সমগ্র বাংলাদেশ। |
| অর্থায়ন | ঃ | বাংলাদেশ সরকার ও ৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা |

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে- বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, বিদ্যালয় ও অফিস মেরামত, সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, আইসিটি সামগ্রী বিতরণ, অফিস ইকুইপমেন্ট সরবরাহকরণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আরএডিপি অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪১৩৪৪৩.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৮৬৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা।

## রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (ROSC) ফেইজ-২ প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম : রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প;

প্রকল্প এলাকা : ১৪৮ টি উপজেলায় আনন্দ স্কুল, ৯০ টি উপজেলায় প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আনন্দ স্কুল;

প্রকল্পের মেয়াদ :

মূল প্রকল্প: জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭;

১ম সংশোধিত প্রকল্প: জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮;

২য় সংশোধিত প্রকল্প: জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২০;

| প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়): | | |
|---|---|---|
| জিওবি | পিএ (আইডিএ) | মোট |
| ৫৮.০৮ | ১২৩২.২৭ | ১২৯০.৩৫ |

অর্থায়নের উৎস: জিওবি এবং আইডিএ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: সমাজের অনগ্রসর ও সুবিধা বঞ্চিত ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদের যারা কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি বা প্রাথমিক শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ঝরে পড়েছে তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার ২য় সুযোগ হিসেবে রস্ক প্রকল্প নেয়া। একই সাথে জীবিকায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত শিশুদের প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের অন্যমত উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

| ক্রমিক | বিবরণ | শিখন কেন্দ্র | শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| ১ | উপজেলা (Rural)-১৪৮টি | ২১,৩৬১ | ৭,২০,০০০ |
| ২ | সিটি কর্পোরেশন (Urban)- ১১টি | ২,০০০ | ৫০,০০০ |
| ৩ | PVT-৯০ টি উপজেলা | - | ২৫,০০০ |
| ৪ | এফডিএমএন শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা | ১৫০০ | ১৫০০০০ |

**প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি জুন/২০২০ পর্যন্ত (লক্ষ টাকায়):**

| বিবরণ | জিওবি | পিএ | মোট |
|---|---|---|---|
| মোট প্রকল্প বরাদ্দ | ৫৮০৮.৫৩ | ১২৩২২৭.২৩ | ১২৯০৩৫.৭৬ |
| মোট ব্যয় (জুন/২০২০ পর্যন্ত) | ৫১২০.২৭ | ১০৭৬৪৯.০১ | ১১২৭৬৯.২৮ |
| অব্যয়িত অর্থ | ৬৮৮.২৬ | ১৫৫৭৮.২২ | ১৬২৬৬.৪৮ |
| অগ্রগতি (%) | ৮৮% | ৮৭% | ৮৭% |

## দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি:

**প্রকল্প সংশোধনীর বিবরণ:**

দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩ বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। প্রতিটি সংশোধনে সরকারী অংশে প্রকল্পের কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। সংশোধনীর বিবরণ নিম্নরুপ:

১) মূল ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ১১৪২৭৯.৯১ (জিওবি: ৫৯৭৭০.৫৭, প্রকল্প সাহায্য: ৫৪৫০৯.৩৪)

মেয়াদ: জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪

২) ১ম সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ১৫৭৭৯৩.১১ (জিওবি: ৮৭৫৭৪.৫০, প্রকল্প সাহায্য: ৭০২১৮.৬১)

মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৪

৩) ২য় সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৩১৪৫৫২.২০ (জিওবি: ২১৪৫৯৯.৬৫, প্রকল্প সাহায্য: ৯৯৯৫২.৫৫)

মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৭

৪) ৩য় সংশোধিত ডিপিপি:

প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭)

মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২০

**প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য**

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন

**শিক্ষার্থী সংখ্যার বিবরণ:**

প্রল্পভূক্ত এলাকার সুবিধাভোগী মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৯.০৮ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৮৬ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ২.২১ লক্ষ) এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট: ১৫,৩৪৯টি (জিওবি: ১৩,৫৬৪ ও ডব্লিউএফপি: ১,৭৮৫)

**স্কুল ফিডিং প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা**

- **দেশের ১০৪টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে** প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। বিস্কুটের একঘেয়েমি দুর করার জন্য এক মাস অন্তর অন্তর ভ্যানিলা ফ্লেভার ও স্কিম্ড মিল্ক ফ্লেভারের উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- গত অক্টোবর ২০১৯ হতে প্রকল্প মেয়াদ কালীন সময় তথা ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত দেশের ০৮ টি বিভাগের ১৬টি উপজেলায় "জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯" অনুযায়ী প্রায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার শিক্ষার্থী-কে মিড ডে মিল তথা রান্না করা গরম খাবার (সবজি খিচুড়ি ও ডিম খিচুড়ি) সরবরাহ করা হচ্ছে।

- জুন/২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় ৩৬৬৬২৪.০০ লক্ষ টাকা যার শতকরা হার ৮০.১৬%
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় ৪৫৪৪৫.৭০ লক্ষ টাকা যার শতকরা হার ৯৮.৮০%
- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী'র সহায়তায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮টি বিভাগে স্কুল মিল বিষয়ে মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সকল অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় স্কুল মিল নীতি প্রণয়ন করা হয়;
- ১৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯চ অনুমোদিত হয়।

**প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়):**

| অর্থবছর | বরাদ্দ | | | ব্যয় | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | জিওবি | ডিপিএ | মোট | জিওবি | ডিপিএ | মোট | ব্যয়ের শতকরা হার |
| ২০১৮-১৯ | ৪৫৬০০.০০ | ৬২১০.০০ | ৫১৮১০.০০ | ৪২০৬৭.৮৪ | ৬২০৮.২৭ | ৪৮২৭৬.১১ | ৯৩.১৮% |
| ২০১৯-২০ | ৩৯৫০০.০০ | ৬৫০০.০০ | ৪৬০০০.০০ | ৩৮৯৪৫.৭০ | ৬৫০০.০০ | ৪৫৪৪৫.৭০ | ৯৮.৮০% |

## প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়):

১। প্রকল্পের নাম : প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ২সংশোধনী

২। প্রকল্প এলাকা : সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ সমগ্র বাংলাদেশ

৩। প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২১

৪। প্রকল্পের ব্যয় : ১৩৭৬৬,৩৪.৪২ লক্ষ টাকা

৫। অর্থায়নের উৎস : সম্পূর্ণ জিওবি

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি;

(খ) ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি;

(গ) ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তি হার বৃদ্ধি;

(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;

(ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;

(চ) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং

(ছ) সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

| ৭। উপবৃত্তি প্রাপ্তির মাসিক হার | প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি: | সকল শিক্ষার্থী মাসিক ৭৫/- |
|---|---|---|
| | প্রথম শ্রেণি-পঞ্চম শ্রেণি: | পরিবারে ০১ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ১৫০/-<br>পরিবারে ০২ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৩০০/-<br>পরিবারে ০৩ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৪০০/-<br>পরিবারে ০৪ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৫০০/- |
| | ষষ্ঠ শ্রেণি-অষ্টম শ্রেণি: | পরিবারে ০১ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ২০০/-<br>পরিবারে ০২ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৪০০/-<br>পরিবারে ০৩ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৫০০/-<br>পরিবারে ০৪ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৬০০/- |

**২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়:**

(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর লক্ষ্য মাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ

(খ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১১৬৫,৩১.০০ লক্ষ টাকা।

(গ) ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১ম থেকে ৩য় কিস্তির (জুলাই'১৯-মার্চ'২০) অর্থ বিতরণ সমাপ্ত হয়েছে। মোট ১১১৪,৮৭,০০,০০০.০০/-

টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

**১২। প্রকল্পের সর্বশেষ কার্যক্রম:**

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৩য় পর্যায় (প্রথম সংশোধনী) এর মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ শেষ হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর ছয় মাস বৃদ্ধিপূর্বক জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২য় সংশোধনী একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। সে আলোকে জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণের লক্ষ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২য় সংশোধনীতে উপবৃত্তি প্রদানের পরিমান দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (স্কুল ব্যাগ, জুতা, স্কুল ড্রেস) এর জন্য এককালীন ছাত্র প্রতি ১০০০/- টাকা প্রদান করার প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় সে অনুযায়ী বিতরন করা হচ্ছে।

## চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২২
- প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৪০.৫৯৪৫ কোটি টাকা
- প্রকল্প অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ।
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- নির্মাণকারী সংস্থা : এলজিইডি ও ডিপিএইচই
- প্রকল্পের অর্থের উৎস : জিওবি
- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ।
- নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস।
- নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা।
- নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক অসমতা দূর করা, শিখন সেখানোর মান ও শিক্ষা সামায়িচক্রের উন্নয়ন ঘটানো।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের মান উন্নয়ন করা।
- প্রাক-প্রাথমিক হতে পঞ্চম শ্রেণি পযন্ত সকল শিশুর জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা নিশ্চিত করা।

**প্রকল্পের কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা :**

- ২৩,০০০টি শ্রেণিকক্ষ ও ২,০০০টি শিক্ষককক্ষ নির্মাণ (সর্বমোট অতিরিক্ত ২৫,০০০টি কক্ষ নির্মাণ)।
- ২৩,০০০ শ্রেণিকক্ষে এবং ২,০০০টি শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ।
- ৫,০০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন।
- ৫০০০টি ওয়াশবক নির্মাণ।
- ৫০০টি স্কুলে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ
- ১৮০০টি স্কুলে প্লে-কর্ণার নির্মাণ।
- ১,০০০টি স্কুলে সোলার প্যানেল স্থাপন।

**২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি:**

এডিপি বরাদ্দ : ১৩১৮.৫৫ (রাজস্ব: ১০.৮০+মূলধন ১৩০৭.৭৫) কোটি টাকা।

ব্যয় : ১৩০৭.৪৬৮১ কোটি টাকা।

আর্থিক অগ্রগতি : ৯৯.১৬ %

বাস্তব অগ্রগতি : ৯৯.৬০%

**২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত):**

| বিবরণ | বিদ্যালয় ভবন (এলজিইডি) | ওয়াশ ব্লক (ডিপিএইচই) | নলকূপ স্থাপন (ডিপিএইচই) |
|---|---|---|---|
| মোট অনুমোদিত বিদ্যালয় সংখ্যা | ৬৭২০টি (৩২,৩৪৯টি কক্ষ) | ৫০০০টি | ৫০০০টি |
| দরপত্র আহবান | ৫৪৪০টি (২৫,০২১টি কক্ষ) | ২২৫০টি | ১৯৪০টি |
| নির্মাণ কার্যক্রম চলমান | ২৯৮২টি (১৩,৯৮৯টি কক্ষ) | ১২৯৮টি | ৬৭৫টি |
| নির্মাণ কাজ সমাপ্ত | ২২৪৯টি (১০,০৫১টি কক্ষ) | ৮৫০টি | ১১৭৫টি |

## চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২২
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- নির্মাণকারী সংস্থা : এলজিইডি ও ডিপিএইচই
- প্রকল্পের অর্থের উৎস : জিওবি
- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

**জুন/২০ মাস পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ:**

**২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়**

এডিপি বরাদ্দ ঃ ৯৫১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।

সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ঃ ১৪৩৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা।

৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অর্থ ছাড় ঃ ১৪৩৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা।

**জুন/২০** পর্যন্ত ব্যয় ঃ ১৪২৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে জুন/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি = এপিএ'তে ভৌত- ১০০%, - আর্থিক- ৯৯.৩৮%।

প্রকল্পের শুরু থেকে জুন/২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় = ২৯৩৮ কোটি ০৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।

## প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প:

"প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ (৪র্থ পর্যায়)" Expansion of Cub Scouting in Primary Schools (4th Phase). প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে (মেয়াদ জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৩: প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৫৪০.৭৬৯ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ জিওবি)। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উপযোজিত আরএএডিপি বরাদ্দের আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ ছাড় ১০০০.০০ লক্ষ টাকা, প্রকৃত ব্যয় প্রায় ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।

চতুর্থ পর্যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা: (ক) নতুন আরো ৭.৩৫ লক্ষ কাব বয়সী শিশুকে আন্দোলনে সম্পৃক্তকরণের জন্য ৩০,৭০০ টি বিদ্যালয়ে নতুন কাব স্কাউট দল গঠন; (খ) বিভিন্ন পর্যায়ে ৩৬টি নতুন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং (গ) শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ এবং কাব স্কাউটদের গুণগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রোগ্রামে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

**চতুর্থ পর্যায় প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

(ক) মুজিব বর্ষ উদযাপন:বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক গৃহীত সারাদেশে ব্যাপক কর্মসূচির মধ্যে টেলিভিশন ও বেতারে ২৪টি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার। তিন সহস্রাধিক প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম, সমাজ উন্নয়ন, জনসংযোগ কর্মসূচিতে ২.৫ লক্ষাধিক 'মুজিব বর্ষের লোগোসহ' বিশেষ ব্যাজ প্রদান। সকল ধরণের প্রকাশনায় 'মুজিব বর্ষের লোগো' ব্যবহার। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মুজিব চত্বর তৈরি ও জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতি স্থাপন। বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে 'জাম্বুরী অন দ্যা ট্রেন' আয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক শিশুদের সমাবেশ/অ্যাগোনরী আয়োজন।

(খ) কাব স্কাউট প্রোগ্রাম ও অন্যান্য কার্যক্রম: একটি জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী, ১০টি আঞ্চলিক, ৯৫টি জেলা ও ৪৮৮টি উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী আয়োজন (২ লক্ষ ৫০ হাজার কাবের অংশগ্রহণে), ৯০০টি ষষ্ঠক নেতা কোর্স-ব্যাজ কোর্স, ৫০০ টি কাব-হলিডে, সাঁতার প্রশিক্ষণ, প্রতিভা অন্বেষণ, বিলবোর্ড স্থাপন, শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ, সেরা কাব লিডারদের পুরস্কৃত করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে যোগদান/শিক্ষা ভ্রমণ ইত্যাদি। সকল উপজেলায় 'সমাজ সচেতনতা কার্যাবলী, ১০ হাজার স্কুলে 'স্কুল গার্ডেন' ও বৃক্ষরোপন, ওয়াশ ব্লক পরিচ্ছন্ন রাখায় সচেতনতা তৈরি। অডিও-ভিডিও ক্লিপ তৈরি ও বিতরণ। স্কাউটিং নীতিমালা সম্বলিত লক্ষাধিক পোস্টার মুদ্রন

ও বিতরণ। ৩০,৭০০ কাব স্কাউট ইউনিট কে উৎসাহ উপকরণ (প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স, স্কার্ফ-ব্যাজ-ওয়াগল, বই, পতাকা, খেলার সামগ্রী, ড্রামসহ ) প্রদান। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং এর লক্ষে 'ড্যাটা ব্যাজ' নির্মাণ ও মনিটরিং এপ তৈরি।

(গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ১৮৫০টি ওরিয়েন্টেশন কোর্স, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ১৫০টি ওরিয়েন্টেশন কোর্স, ৯৫০টি কাব লিডার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স, ২৫৫টি অ্যাডভান্সড ও স্কীল কোর্স, ৫০টি আইসিটি কোর্স, ০৯টি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স, ২৫ টি গার্ল-ইন-স্কাউটিং লিডার বেসিক কোর্স, ৩টি কোর্স ফর এএলটি, ২টি কোর্স ফর এলটি। মোট ১,৯১,০০০ জন কাব লিডারকে বছরে ২,৪০০/- হারে সম্মানী ভাতা প্রদান ।

(ঘ) নির্মাণ ও ক্রয় কার্য্ক্রমঃ মৌচাকে একটি সুইমিং পুলসহ সারা দেশে ৩৬ টি কাব স্কাউট ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ, তাঁবু, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম ও আইসিটি উপকরণ এবং একটি পিক-আপ ক্রয় ইত্যাদি।

## বাংলাদেশের ৫০৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প:

১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩. প্রকল্পের মেয়াদ: প্রস্তাবিত ০১ জানুয়ারী ২০১৯- হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

৪. প্রকল্প ব্যয়:

ক) জিওবি: ২৪১.৭৩ লক্ষ টাকা

খ) প্রকল্প সাহায্য (ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন): ২৪৯৯.৭৩ লক্ষ টাকা

গ) মোট ব্যয়: ২৭৪১.৪৬ লক্ষ টাকা

**উদ্দেশ্যসমূহঃ**

১.কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রয়োগের সাথে পরিচিত করা এবং পড়ার অভ্যাস বাড়ানো।

২.আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিখন ফলপ্রসূ করা ।

৩.কম্পিউটারের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ করাসহ বাংলা ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৪. প্রযুক্তিগত এবং ভাষার দক্ষতা বিকাশের সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করা।

প্রত্যেক উপজেলায় ১টি করে সর্বমোট ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি করে কম্পিউটার ও ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হবে। এ সকল ল্যাবে ৫টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার (ইউপিএসসহ) ও হেডফোন, ১টি করে প্রিন্টার, রাউটার, পেনড্রাইভ, ডাটা সিম, হোয়াইট বোর্ড, এসআরএম সহ বিভিন্ন ধরণের কন্টেন্ট, ফার্নিচার ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

## ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দন করণ প্রকল্প:

মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

| | |
|---|---|
| প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা | ১. পরীক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্য ১৫৪টি বিদ্যালয়ের ২৯৭৫টি কক্ষ নতুনভাবে নির্মাণ করা;<br>২. ৭৭টি বিদ্যালয়ে ১১৬৭টি কক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দন করা;<br>৩. উত্তরাতে ৩টি ও পূর্বাচলে ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুনভাবে স্থাপন;<br>৪. তভাগ ভর্তি নিশ্চিত করণ;<br>৫. শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটানো;<br>৬. শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, উচ্চ শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ উন্নতির ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাসকরণ:<br>৭. প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিতসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণ। |
| প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল | জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ |

| | |
|---|---|
| প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ১১৫,৯২০.৫৩ লক্ষ টাকা |
| অর্থায়নের ধরণ | জিওবি |
| প্রকল্প এলাকা | ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও পূর্বাচল [(কালিগঞ্জ, গাজীপুর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ)] |

## প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম: প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প

Primary Level Students Profile Preparation Project

| | |
|---|---|
| উদ্যোগী মন্ত্রণালয় | : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর |
| প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল | : |
| ক) শুরুর তারিখ | : মেয়াদ ১ মার্চ ২০১৯ |
| খ) সমাপ্তির তারিখ | : হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ |
| প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | : মোটঃ ১৬৪০৪.৬৬ লক্ষ টাকা |
| অর্থের উৎস | : জিওবি |
| প্রকল্প এলাকা | : সমগ্র বাংলাদেশ |

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল/ডাটাবেজ তৈরী করা যাতে একজন শিক্ষার্থীর সকল তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে।

**উদ্দেশ্যসমূহ:**

- প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ২ কোটি ১৭ লক্ষ (বেজলাইন) ও প্রকল্পের ২য় ও ৩য় বছরে নতুন ভর্তিকৃত ৭০ লক্ষ শিক্ষার্থীর প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডার গার্টেন, এনজিও স্কুল, ব্যানবেইজ স্কুল, রক্ষ স্কুল ও সরকারী-বেসরকারী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি (ইউআইডি) নম্বর প্রদান।
- প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি নম্বরের ভিত্তিতে আইডি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা (যেমন: বই সরবরাহ, ভর্তি ও উপবৃত্তি, মিডডেমিল ইত্যাদি) প্রদান। ধাপে ধাপে এটিকে বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে।

**কার্যক্রমের প্রবাহচিত্র:**

| নির্ধারিত ফরমে শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ | বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্তৃক অনলাইনে তথ্য প্রদান ও পিতা-মাতার NID যাচাই | তথ্যাদি যাচাই-বাছাইয়ের পর UID প্রদান | শিক্ষার্থীদের মাঝে কার্ড বিতরণ |
|---|---|---|---|

**ফলাফল প্রত্যাশা:** শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি, পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ, হাজিরা ও অনুপস্থিতির তথ্য, ফলাফল, মিড ডে মিল কার্যক্রম, উপবৃত্তি ইত্যাদি সেবা নির্ভুলভাবে প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে বিপুল অর্থের সাশ্রয় ঘটবে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা সহজ হবে। এর মাধ্যমে নারী, প্রতিবন্ধী ও কম সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান সহজতর হবে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, রূপকল্প ২০২১, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি পরিকল্পনায় যেসব লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রম সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

## প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা প্রকল্প:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রকল্পের নাম | : | বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা |
| ২। | (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় | : | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| | (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ৩। | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) - | | |
| | (ক) মোট | : | ৪৯৯.৫৮ লক্ষ টাকা। |
| | (খ) জিওবি | : | ৪৯৯.৫৮ লক্ষ টাকা। |
| | (গ) প্রকল্প সাহায্য | : | প্রযোজ্য নয়। |
| ৪। | প্রকল্পের মেয়াদ | : | নভেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ |

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলায় সোলার স্কুল সিস্টেম পাইলটিং করা;
- স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সোলার পাম্পিং ও ফিল্ট্রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;
- বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলার স্কুলসমূহে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- অফ-গ্রিড এলাকাসমূহের বিদ্যুৎবিহীন স্কুলসমূহে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং
- আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুৎবিহীন যেসকল স্কুল রয়েছে সেসকল স্কুলে সোলার স্কুল সিস্টেম নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম:

- সোলার পিভি সিস্টেম স্থাপন;
- গভীর নলকূপ স্থাপন;
- যেসকল স্কুলে গভীর নলকূপ স্থাপন সম্ভব নয় সেসকল স্কুলের নিকটবর্তী জলাধার হতে পানি সরবরাহ এবং সরবরাহকৃত পানি ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে পানের উপযোগী করা;
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন;
- পরামর্শক কর্তৃক সৌর বিদ্যুতায়িত স্কুলসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা; এবং
- সৌর বিদ্যুতায়িত স্কুলসমূহের প্রভাব মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে বড় আকারে সোলার স্কুল মডেল এর প্রস্তাবনা প্রণয়ন।

## ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রকল্পের নাম | : | ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প |
| ২। | (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় | : | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| | (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | প্রাথমিক ও গণশিক্ষাম ন্ত্রণালয় |
| ৩। | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)- | | |
| | (ক) মোট | : | ৪,১৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা |
| | (খ) জিওবি | : | ৪,১৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা |
| ৪। | প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল | : | জুলাই ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ৫। | প্রকল্প এলাকা | : | সকল জেলা |
| ৬। | প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | : | |

৬.১ প্রাথমিক শিক্ষা সাবসেক্টরের আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন;

৬.২ পাইলটভিত্তিতে ইন্টারঅ্যাকটিভ শ্রেণিকক্ষ প্রচলনের মাধ্যমে পাঠদান ও শিখন পদ্ধতির মান উন্নয়ন;

৬.৩ নির্বাচিত বিদ্যালয় ও মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট প্রদান ও পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি;

৬.৪ ই-লার্নিং অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে ইন্টারঅ্যাকটিভ হোয়াইট বোর্ড সম্পন্ন ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপনের মাধ্যমে পাঠদান ও শিখন পদ্ধতির মান উন্নয়ন;

৬.৫ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়, ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ৫০৯ টি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস, ৫০৯ টি উপজেলা/থানা রিসার্স সেন্টার, ৬৭টি পিটিআই, বিভাগীয় ০৮টি পিটিআই এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষকদ্বয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা (বায়োমেট্রিক) ডিভাইসসহ মনিটরিং সফটওয়্যার ও নির্বাচিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট করা RFID কার্ড প্রদান।

৭। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম :

৭.১ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (অক্টোবর' ২০২০ পর্যন্ত) : ২১১৯.০৯ (লক্ষ টাকা)

৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

৭.২.১ নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়, ৬৭টি পিটিআই, ০৮টি বিভাগীয় পিটিআই এবং ন্যাপসহ সর্বমোট ৫৮৫টি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসহ ইন্টারঅ্যাকটিভ হোয়াইট বোর্ড সমৃদ্ধ ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাশরুম স্থাপন।

৭.২.২ নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাশরুম মনিটরিং করার জন্য ক্লাউড ক্যামেরা ও ইন্টারনেট রাউটারের মাধ্যমে ওয়েব সলিউশনে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ।

৭.২.৩ নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়, ৫০৯টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৫০৯টি উপজেলা রিসার্স সেন্টার, ৬৭টি পিটিআই, ০৮টি বিভাগীয় পিটিআই এবং ন্যাপসহ সর্বমোট ১৬৬৭টি প্রতিষ্ঠানে ২০৩৩টি ডিজিটাল হাজিরা (বায়োমেট্রিক) সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন, ইনস্টলেশন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উপস্থিতির তথ্য সংরক্ষণ।

৭.৩ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি

৭.৩.১ ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড, শর্টথ্রু প্রোজেক্টর, সিপিউ, ইউপিএস, সাউন্ড সিস্টেমস্ ও সফটওয়্যারসহ সকল শিক্ষা উপকরণসমূহ ৫০৯টি বিদ্যালয়ে সরবরাহ ও ইনস্টল করা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.৩.২ নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয় হতে ২ জন করে শিক্ষক নির্বাচন করে অনলাইন প্লাটফর্মে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.৩.৩ মনিটর, সিসিক্যামেরা, রাউডার প্রদান ও স্থাপন করা হয়েছে।

৭.৪ চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা

৭.৪.১ নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুখোমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭.৪.২ ৬৭টি পিটিআই, ও ন্যাপসহ সর্বমোট ৬৮টি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসহ ইন্টারঅ্যাকটিভ হোয়াইট বোর্ড সমৃদ্ধ ৭৭টি ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাশরুম স্থাপন করা হবে।

৭.৪.৩ নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়, ৫০৯টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৫০৯টি উপজেলা রিসার্স সেন্টার, ৬৭টি পিটিআই, ০৮টি বিভাগীয় পিটিআই এবং ন্যাপসহ সর্বমোট ১৬৬৭টি প্রতিষ্ঠানে ২০৩৩টি ডিজিটাল হাজিরা (বায়োমেট্রিক) সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন ও ইনস্টলেশন শেষে কেন্দ্রীয়ভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং এক লক্ষ ৬২ হাজার শিক্ষার্থীর আরএফ আইডি কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিতির কেন্দ্রীয়করন করতে হবে।

৮। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

৮.১ নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৭টি বিদ্যালয়কে কক্ষসমূহের মেরামত ও ডেকরেশন সম্পন্ন করার জন্য ১০৪০০০০০ টাকা প্রদান করা।

৮.২ ৬৭টি পিটিআই, ০৮টি বিভাগীয় পিটিআই এবং ন্যাপসহ সর্বমোট ৬৮টি প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ৭৭টি কক্ষ প্রশিক্ষণসহ ইন্টারঅ্যাকটিভ হোয়াইট বোর্ড সমৃদ্ধ ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাশরুম স্থাপন করা।

৮.৩ নির্বাচিত ৫৮৬টি ডিজিটাল স্মার্ট ক্লাসরুমে বিতরণকৃত আইসিটি মালামাল নিরাপদে রাখার লক্ষ্যে বিষেশভাবে ডিজাইনকৃত টেবিল কাম কেবিনেট ক্রয়/ মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারী/শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা (বায়োমেট্রিক) ডিভাইস স্থাপন করা।

# উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ভবন

# উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

ভূমিকা:

সাক্ষরতা শিক্ষার প্রথম সোপান । জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের এ বিশ্বে সাক্ষরতার বিকল্প নেই। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি ততো উন্নত ও ক্ষমতাবান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন -নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে সরকার এপ্রিল ২০০৫ এ রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সৃষ্টি করেছে। এটি জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অনেক অবদান রাখছে এবং এর ফলে সংগঠিত পদ্ধতিতে দেশে সাক্ষরতা বিস্তার ঘটছে। অপরদিকে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাস করেছে। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-'শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি'।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হিসাব অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৪.৭%। এখনো দেশের ২৫.৩% মানুষ নিরক্ষর। সম্ভাবনাময়ী এ বিশাল মানুষকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এবছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী "মুজিব বর্ষ" উদযাপন উপলক্ষে সরকার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

## ১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা :

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গত ১৪ এপ্রিল ২০০৫ সালে সরকারী গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

## ২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

### ২.১ রূপকল্প (Vision)

নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ

### ২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দানের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

### ২.৩ উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১. দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ (৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন)
- মুজিব বর্ষের বিশেষ কর্মসূচি: সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র কার্যাবলি:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, অংশীদারী বেসরকারী সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা বা সংস্থা, উদ্যোগ উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগীতামূলক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্যরত বা আগ্রহী সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ দক্ষতা বৃদ্ধির সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান;

সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি তথ্য ভান্ডার এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) এর জন্য যেইরুপ তথ্য যে পদ্ধতিতে চাহিবেন সেইরূপ তথ্য প্রদান;

বিভিন্ন পরিবেশের, বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের সহজ অংশগ্রহণের সুযোগ সম্বলিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন;

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা , প্রশিক্ষণ , পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন।"

৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) :

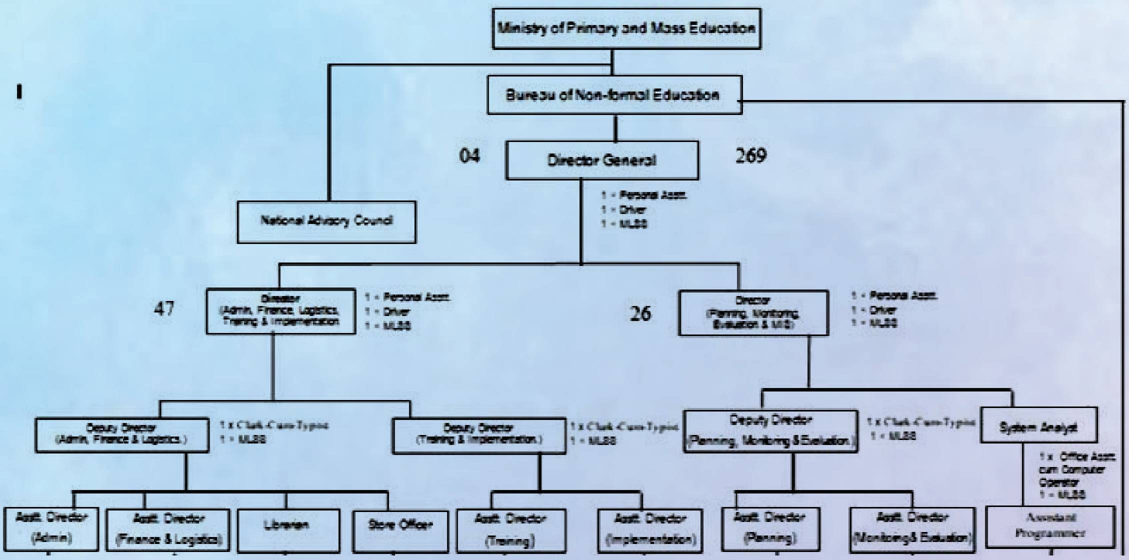


এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যক্রম:

৫। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি:

ক) প্রকল্পের নাম : মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)

Basic Literacy Project (64 Districts)

| | | |
|---|---|---|
| উদ্যোগী মন্ত্রণালয় | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো | |
| প্রকল্পের মোট বরাদ্দ | মূল অনুমোদিত | ১ম সংশোধিত (অনুমোদিত) |
| মোট | ৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ | ৪৫৮৭৭.৫৮ লক্ষ |
| জিওবি | ৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ | ৪৫৮৭৭.৫৮ লক্ষ |
| ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ব্যয় | ৯৮১৪.৯২ লক্ষ | |
| অর্থায়নের উৎস | সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদান | |
| প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল : | ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত | |
| প্রকল্প এলাকা | দেশের ৬৪ জেলা নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলা | |
| প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ | দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবনদক্ষতা (Life Skills) ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা। এর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী "মুজিব বর্ষ" (মার্চ ২০২০ হতে মার্চ ২০২১) উদযাপন উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা। জাতীয় (জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-৭)ও আন্তর্জাতিক (SDG4) পর্যায়ের অঙ্গীকারপূরণ এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা। জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬ আলোকে এবং SDG4 ও সপ্তম জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা। | |
| প্রকল্পের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী | দেশের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী পুরুষ যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর। | |
| প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি | **১ম ধাপ:**<br>➢ ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩৫৯৪৪১ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান সম্পন্ন করা হয়েছে।<br>➢ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এসেসমেন্ট এজেন্সি (Third Party) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।<br>**২য় ধাপ:**<br>➢ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী "মুজিব বর্ষ" উদযাপন উপলক্ষে সরকার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।<br>➢ দ্বিতীয় ধাপের ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলার শিক্ষার্থীদের বেইজলাইন সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করে উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি/জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।<br>➢ জরিপকৃত ও অনুমোদিত ১৫-৪৫ বছর বয়সের মোট নিরক্ষর নারী-পুরুষ সংখ্যা ২২৬০৩৪০ জন (পুরুষ ১১০৮৭৯৩ জন এবং নারী ১১৫১৫৪৭ জন)।<br>➢ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব কমলে সরকারি নিদের্শনায় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হবে। | |

| | | |
|---|---|---|
| অর্জন | ➢ ২৩৫৯৪৪১ জন নিরক্ষর নারী পুরুষ সাক্ষরতা অর্জন করেছে বাস্তব সম্মতভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;<br>➢ চিঠি লিখতে ও পড়তে পারছে;<br>➢ ছোট ছোট প্রয়োজনীয় হিসেব নিকেষ করতে পারছে;<br>➢ মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ আদান-প্রদান করা শিখেছে;<br>➢ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুফল জানতে পেরেছে;<br>➢ নারী নির্যাতন হ্রাস পেয়েছে;<br>➢ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে;<br>➢ মানবিক মুল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে;<br>➢ সামাজিক বা পারিবারিক কলহ হ্রাস পেয়েছে;<br>➢ নিরাপদ পানি পান করার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে;<br>➢ জীবন জীবিকা নির্বাহ  পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে;<br>➢ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে;<br>➢ নিজের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে;<br>➢ বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে জানতে পেরেছে;<br>➢ পূর্বের চেয়ে প্রত্যেকের  পোষাকে পরিবর্তন এসেছে। | |

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)'র কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় শিক্ষক ও সুপারভাইজার প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন ,এমপি।

## (খ) পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা :

প্রকল্পের নাম: পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ Out of School Children প্রকল্প

| | |
|---|---|
| উদ্যোগী মন্ত্রণালয় | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো |
| প্রকল্পের মোট বরাদ্দ | ৩২৬০২৮.০০ লক্ষ |
| জিওবি (৬৪.৮%) | ২০৫৯০১.০০ লক্ষ |
| আরপিএ (৩৫.২০% | ১১১৮২৭.০০ লক্ষ |
| ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড | ৮৩০০.০০ লক্ষ |

| | |
|---|---|
| ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ব্যয় | ৫৬৬৩.৬৪ লক্ষ |
| অর্থায়নের উৎস | বাংলাদেশ সরকার (জিওবি এবং আরপিএ) ও ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড |
| প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : | জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ |
| প্রকল্প এলাকা | দেশের ৬৪ জেলা |
| প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ | সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের (৮-১৪ বছর বয়সী) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ। দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, শিশুশ্রম, ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে এখনও অনেক শিশু বিদ্যালয় বহির্ভূত রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। |
| সেকেন্ড চান্স এডুকেশনের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী | ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনো ভর্তি না হওয়া শিশু)। |
| প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ৬টি জেলায় পাইলট কার্যক্রমের কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিশুর জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া সাপেক্ষে আগামী জানুয়ারী ২০২১ হতে মাঠ পর্যায়ে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হবে। |

## ৬. বিভিন্ন দিবস উদযাপন :

➢ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস পালন:

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে প্রতিবছর প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এদিন ব্যুরো'র মূল চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদান করে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে আলোচনা ও দোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জেলা পর্যায়েও জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকগণ অনুষ্ঠান করে থাকেন।

➢ ১৭ মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস পালন:

প্রতি বছর অত্যন্ত আনন্দের সাথে জাতির পিতার জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এদিন ব্যুরো'র প্রধান কার্যালয়সহ জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যালয়ে জাতির পিতার জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে আলোচনা অনুষ্ঠান, ব্যানার প্রস্তুতসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

➢ ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন:

"Literacy and Multilingualism" "বহুভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর-২০১৯ আন্তর্জাতিক

সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালির আয়োজন করা হয়। র‌্যালি শেষে শিল্পকলা একাডেমিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি, সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক মহোদয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক-শো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে এবং গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৯ উপলক্ষে সুভেনীর (স্মরণীকা) প্রকাশ করা হয়েছে।

## আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৯ উদযাপন

৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র রাজস্ব খাত)

| ২০১৯-২০ অর্থ বছর | বাজেট (হাজার টাকায়) | ব্যয় (হাজার টাকায়) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| প্রধান কার্যালয় | ৮৪৭৮৫ | ৭৫৮৬৮ | বাজেট এবং ব্যয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। |
| জেলা কার্যালয় | ১৩৬১৪০ | ১২৬৮১৭ | |
| মোট (প্রধান+জেলা) | ২২০৯২৫ | ২০২৬৮৫ | |

৮. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (কোভিড-১৯ সময়কালীনসহ):

- দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) মোট ২২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সর্বমোট ৪৫ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতির কারণে ৬০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা যায়নি।

৮. মনিটরিং কার্যক্রম:

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা)'র কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালকগণ এবং ব্যুরো'র সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করছেন। মনিটরিং প্রতিবেদনের আলোকে চিহ্নিত সমস্যা/অনিয়মসমূহ দ্রুত সমাধানের জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যুরো'র বাস্তবায়ন শাখাকে অনুরোধ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যুরো'র বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
- চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সেকেন্ড চান্স এডুকেশন পাইলট কর্মসূচি ৬ (ছয়) জেলায় চলমান। ৬(ছয়) জেলায় চলমান পাইলট কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং ব্যুর 'র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া Specialized Agency হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত মনিটরিং টিম কর্তৃক কর্মসূচি নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার সার-সংক্ষেপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯. তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজীতে উন্নীত করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ওয়েব পোর্টালে "ইনোভেশন" সেবা বক্স নিয়মিত আপডেট করা হয়েছে।
- ইনোভেশন বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও ওয়েবে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ইনোভেশন এর আওতায় ডিজিটাল সেবা ও সেবা সহজীকরণ করে ওয়েব পোর্টালের ডানদিকে লিংক করা হয়েছে।

- ➢ যাবতীয় অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি ওয়েবে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে আহবান করা হয়েছে।
- ➢ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ৩৫৮টি প্রকাশনা/বই/ডকুমেন্ট ই-সার্ভিস এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

❖ ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, Seventh Five Year Plan, Sustainable Development Goal (SDG)-4 এর আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং কর্মসূচির জন্য প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

❖ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি: (এনএফইডিপি): উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এযাবৎ খন্ডকালীন প্রকল্পনির্ভর কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যে কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে কোন টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীকরণসহ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সরকার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে একটি দীর্ঘমেয়াদী সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ প্রোগ্রাম হিসেবে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (এনএফইডিপি)' বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

# জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

# জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

ভূমিকা:

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে "মৌলিক শিক্ষা একাডেমি" নামে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) হিসেবে এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য "মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেপ প্রাথমিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকারের পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় নির্ণয় করতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তা ছাড়া দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত ৬৭টি পিটিআই এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ১৮ মাস ব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স নেপ থেকে পরিচালনা করা হয়, পাশাপাশি সি-ইন-এড কোর্সও পরিচালনা করা হয়। উক্ত কোর্সসমূহের কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় নেপ থেকে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করাও নেপ এর অন্যতম প্রধান কাজ। বিগত ২০১৯ সাল হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম নেপ কর্তৃক করা হচ্ছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাস

ভিশন (Vision):

মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

মিশন (Mission):

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ।

**নেপ-এর সাংগঠানক কাঠামো:**

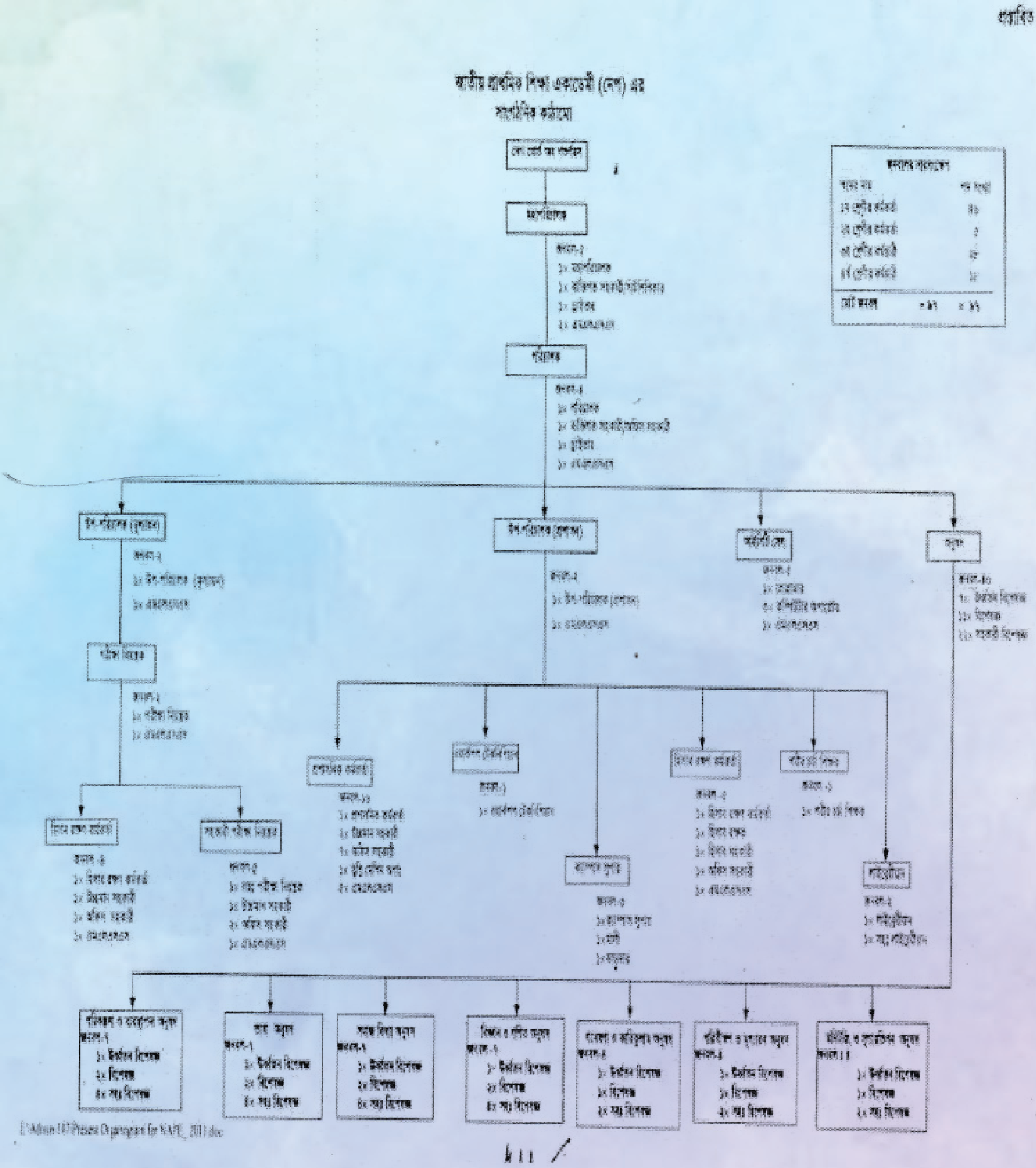

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস:

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ ফোরাম। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

| | | |
|---|---|---|
| ১. | সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | চেয়ারম্যান |
| ২. | মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৩. | অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি | সদস্য |
| ৪. | যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ | সদস্য |
| ৫. | যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৬. | রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়) | সদস্য |
| ৭. | যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৮. | চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোড | সদস্য |
| ৯. | পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর | সদস্য |
| ১০. | জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ | সদস্য |
| ১১. | বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা) | সদস্য |
| ১২. | জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই | সদস্য |
| ১৩. | অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ১৪. | মহাপরিচালক (নেপ) | সদস্য সচিব |

নেপ-এর কর্ম পরিধি:

- ❖ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
- ❖ শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা ।
- ❖ প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটরিং এবং সুপারভিশন করা।
- ❖ ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) ও সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কার্যক্রম পরিচালনা এবং মনিটরিং করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
- ❖ অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- ❖ শিক্ষার মান উন্নয়নে আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা।
- ❖ গবেষণাপত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক বিষয় সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততর করা।
- ❖ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন করা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তার ঘটানো ।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী-এর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

অনুষদসমূহ:

নেপ-এর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে:

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ

২. ভাষা অনুষদ

৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ

৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ

৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ

৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ

৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

## ডিপিএড ও সি-ইন-এড কার্যক্রম:

পিটিআইসমূহের মাধ্যমে বর্তমানে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স ৬৭টি পিটিআই-তে এবং ১ বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ কোর্স ০২টি সরকারি ও ০১টি বেসরকারি পিটিআই-তে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০২০):

| ক্রমিক নং | শিক্ষাবর্ষ | ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ-গ্রহণকারীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ) | উত্তীর্ণ | পাশের হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | জানুয়ারি, ২০১৬- জুন, ২০১৭ | ৮৯৪৮ | ৯১১৫ | ৮৭৬০ | ৯৬% | -- |
| ২. | জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০১৮ | ১১৩০৪ | ১১৫২৩ | ১১১৭৩ | ৯৭% | |
| ৩. | জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯ | ১২১৪৮ | ১২২২১ | ১১৮৩৫ | ৯৬.৮৪% | |
| ৪. | জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২০ | ১৪৫৭৫ | ১৪৭৩১ | ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান আছে | | |
| ৫. | জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২১ | ১৯৯২৭ | প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে | | | |

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৫-২০২০):

| ক্রমিক নং | শিক্ষাবর্ষ | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা | চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ) | মোট পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থী | পাশের হার (%) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৫-২০১৬ | ৫৮৫ | ৬৫৯ | ৫৮৮ | ৮৯.২৩ | |
| ২ | ২০১৬-২০১৭ | ৬৭৯ | ৭২৮ | ৭১৬ | ৯৮.৫২ | |
| ৩ | জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৮ | ৫৬৫ | ৫৬৬ | ৫৫৮ | ৯৮.৫৮ | |
| ৪ | জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৯ | ৩৫০ | ৩৫০ | ৩৩৯ | ৯৬.৮৫ | |
| ৫ | জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০২০ | ২৯৬ | প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে | | | |

০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৬৭টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ৪৫টি পিটিআই এ ডাবল শিফট এবং ২২টি পিটিআই এ এক শিফট ডিপিএড কোর্স চালু করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআইতে ১৯৯২৭ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

নেপ পরিচালিত কর্মকর্তাগণের ৬০ দিন ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।

ডিপিএড প্রশিক্ষণ:

- ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৬৭টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ০৮টি পিটিআই এ ডাবল শিফট এবং ৫৯টি পিটিআই এ এক শিফট ডিপিএড কোর্স চালু করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআইতে ১৪৫৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

ডিপিএড কোর্স সামগ্রী মুদ্রণ:

- ১০টি বিষয়ভিত্তিক কোর্স সামগ্রী (রিসোর্স বুক) এর ২,৬৭৯৫০ কপি মুদ্রণ করা হয়েছে এবং ৬৭টি পিটিআইতে বিতরণ করা হয়েছে।

ডিপিএড বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের বিবরণ:

- কক্সবাজার পিটিআই-এ ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ০৬ দিনব্যাপী ডিপিএড বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের ১টি ব্যাচে মোট ১০ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ১০জন ইন্সট্রাক্টরকে ইউনিসেফ সাময়িকভাবে নিয়োগ প্রদান করেছে। ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রম:

রাজস্ব খাতের আওতায় চলতি অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত দুইটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- Student's Weakness in Mathematics of Grade Three: Causes and Remedies,
- Setting Reading Fluency Benchmark in Bangla for the Students of Grade III and Grade V

মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক প্রদত্ত প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও সুপারিশমালা:

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক নিম্নোক্ত ১১ (এগারো) টি পিটিআই সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন ও বাস্তবায়ন:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি যথাসময়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ গৃহীত ও শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়

নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (এক নজরে) ২০১৯-২০২০:

| ক্রমিক নং | অর্থ বছর | রাজস্ব খাত | | | উন্নয়ন খাত | | | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | | | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | | | |
| | | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
| ১ | ২০১৯-২০২০ | ৮৪৯ | ২৩৯ | ১০৮৮ | - | - | - | ১০৮৮ |

নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ:

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম | সময়কাল | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Orientation Training course for PSC Recruited Head Teachers of Primary School. | ১৫ | ৫৬ | ২৪ | ৮০ |
| ২ | Workshop on Tools prepairing of Research Titled Students Weaknes of Grade Three in Mathmatics | ০৩ | ০৬ | ০০ | ০৬ |
| ৩ | Training on official , financial and field level administration for ADPEOs | ০৫ | ৩২ | ০০ | ৩২ |
| ৪ | Training on Office and Training Management for Promoted URC Instructors | ০৫ | ২৯ | ০১ | ৩০ |
| ৫ | Training on e-monitoring and Supervision | ০২ | ৩২ | ০৮ | ৪০ |

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম | সময়কাল | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬ | Research activities related with PECE Exam-2019 | ০৫ | ৬৭ | ০৫ | ৭২ |
| ৭ | Training on question prepair of PECE Exam-2019 | ০৫ | ৫১ | ২১ | ৭২ |
| ৮ | PECE Exam-2019 Question moderation by moderator | ০৫ | ৬৫ | ০৭ | ৭২ |
| ৯ | PECE Exam-2019 Question Version | ০৫ | ৩৯ | ১৭ | ৫৬ |
| ১০ | Training on PECE Questoin Version verifiers | ০৪ | ১৩ | ০১ | ১৪ |
| ১১ | Annual work plan and PTI management training for PTI Superintendents | ০৩ | ৫১ | ১২ | ৬৩ |
| ১২ | Foundation training course for PTI / URC Instructors. | ৬০ | ২৯ | ১১ | ৪০ |
| ১৩ | PECE Exam-2019 Subject based Marking Scheme | ০২ | ২৭ | ৪৬ | ৭৩ |
| ১৪ | Workshop on Raising awareness for the implementation of quality primary education. | ০১ | ১৮৪ | ৩৬ | ২২০ |
| ১৫ | Training on office and training management for Assistant Superintendents of PTIs | ০৫ | ২৩ | ১২ | ৩৫ |
| ১৬ | Training on Subject (English) based skills and classroom based Assessment PTI Instructors | ০৫ | ৩৩ | ০৭ | ৪০ |
| ১৭ | Foundation Training course for UEOs | ৬০ | ৬৪ | ১৬ | ৮০ |
| ১৮ | Training on Research Methodology for NAPE Faculties and field level Researchers | ০৪ | ৪৮ | ১৫ | ৬৩ |
| ১৯ | Training Course on Innovation for the Manpower of NAPE | ০৫ | ২০ | ০৬ | ২৬ |
| ২০ | Training on National Integrity Strategy (NIS) for the NAPE Faculties. | ০২ | ৩৭ | ০৯ | ৪৬ |

২০১৯-২০ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন (Test Item Development) সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম:

| ক্রমিক নং | কার্যক্রমের নাম | সময়কাল | প্রশিক্ষণার্থী | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | পুরুষ | মহিলা | |
| ১ | যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম প্রণয়ন | ৯ দিন | ২১ জন | ৬ জন | ২৭ জন |
| ২ | যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম রিভিউ | ১০ দিন | ২৪ জন | ৭ জন | ৩১ জন |

২০১৯-২০ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম:

| ক্রমিক নং | কার্যক্রমের নাম | সময়কাল | প্রশিক্ষণার্থী | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | পুরুষ | মহিলা | |
| ১) | প্রশ্নপত্র প্রণয়ন (দুই পর্ব) | ১০ দিন | ১১৪ জন | ৩০ জন | ১৪৪ জন |
| ২) | প্রশ্নপত্র মডারেশন | ৫ দিন | ৬৫ জন | ৭ জন | ৭২ জন |
| ৩) | প্রশ্নপত্র ইংরেজি ভার্সনে রূপান্তর | ৫ দিন | ৩৯ জন | ১৭ জন | ৫৬ জন |
| ৪) | ভার্সনকৃত প্রশ্নপ্রত্রের ইংরেজি যাচাই | ৪ দিন | ১৫ জন | ০১ জন | ১৬ জন |

প্রকাশনা:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র শীর্ষ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন ও গবেষণা সম্পাদনের পাশাপাশি নিজস্ব কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য 'নেপ বার্তা' নামক নিউজলেটার এবং গবেষণামূলক নিবন্ধসমৃদ্ধ বাৎসরিক জার্নাল 'Primary Education Journal' নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে।

- নেপ বার্তা : প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নেপ যেসব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে সরকার ও জনগণকে তা অবহিত করার জন্য 'নেপ বার্তা' নামক ষাণ্মাসিক নিউজলেটার নিয়মিত প্রকাশ করে। এতে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সমসাময়িক প্রসঙ্গ গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়। নেপের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সংবাদ, সম্পাদিত গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্তসার, বোর্ড অব গভর্নরস সভার সিদ্ধান্ত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপনের খবর, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগসমূহের সংবাদ এতে প্রকাশ করা হয়। মোটকথা, প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'নেপ বার্তা'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দুটি নেপ বার্তা প্রকাশিত হয়েছে।

  বর্তমান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী' হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী পত্রিকা' নামে অক্টোবর, ১৯৮১ সালে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'একাডেমি-বার্তা' নামে মাসিক মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ২০০৪ সালে নেপ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে 'নেপ বার্তা' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এরপর থেকে 'নেপ বার্তা' নিরবচ্ছিন্নভাবে নেপের সকল কর্মকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশ করে আসছে।

- প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল :

বাৎসরিক প্রকাশনা " প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল" এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

## মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) মূলত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মাঠপর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মনিটরিং ও মেন্টরিং নেপ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা এখনও বিদ্যমান। আর তা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক সরকারকে নীতিনির্ধারণে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা দানের লক্ষ্যে নেপ-এর সমাজবিজ্ঞান অনুষদ প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল জেলায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার অধিক সেসব জেলায় এরকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কর্মশালায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫৫ জন করে মোট ২২০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কার্যক্রমের উপর একটি ও মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের উপর আরও একটি ভিডিও ক্লিপ্স প্রদর্শন করা হয়। কর্মশালাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এর কর্মকর্তাবৃন্দ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৪টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হওয়া কর্মশালার বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো.

| ক্রমিক নং | কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভাগ | কর্মশালা আয়োজনের স্থান | তারিখ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ময়মনসিংহ | মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা | ১৩ নভেম্বর, ২০১৯ | ৫৫ জন |
| ২ | রংপুর | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম | ২৭ নভেম্বর, ২০১৯ | ৫৫ জন |
| ৩ | সিলেট | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ | ২৬ জানুয়ারি, ২০২০ | ৫৫ জন |
| ৪ | খুলনা | মুজিবনগর, মেহেরপুর | ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ৫৫ জন |

কর্মশালায় উপস্থিত অংশীজন দিনব্যাপী আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হবে বলে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

## উদ্ভাবনী কার্যক্রম :

- সেবার মান উন্নততর করতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্য দপ্তরের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর ডিপিএড কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে প্রত্যেক পিটিআই নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারবে।
- নেপ ক্যাম্পাস ও প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর হয়েছে।
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে পিটিআই সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এতে সকলে কর্মসম্পাদনে আরও সচেতন হচ্ছে।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়েছে।
- পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও আন্ত:পিটিআই বদলী অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

## উপসংহার:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ এসডিজি বাস্তবায়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অর্থাৎ মার্চ ২০২০ থেকেই বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে দেখা দেয় কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস। এ রোগে আক্রান্ত হয় বিশ্বব্যাপী প্রায় আড়াই কোটির বেশি মানুষ । বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে এ রোগে প্রায় ৮ (আট) লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে সারা বিশ্বের সাথে আমাদের বাংলাদেশেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে, প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘ ছুটির কবলে পড়েছে। এত কিছুর মধ্যেও নেপ সরকার নির্দেশিত ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

নেপ এর গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমিক ক্যালেণ্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণের ১৫ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণসমূহ অনলাইন-ও ফেস টু ফেস উভয় পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করছে। নেপ এসডিজি বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

# এক নজরে শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম

১। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাঃ

বিগত ০২/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে “পথকলি ট্রাস্ট” প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠানটির “শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট” নামে নামকরণ করা হয়।

২। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) ভাগ্যাহত, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) ছাত্র-ছাত্রীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুবিধার্থে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

৩। ট্রাস্টি বোর্ডের গঠনঃ

শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার সুবিধার্থে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকার বলে) এবং অন্যান্য চার জন সরকার কর্তৃক মানোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৪। ট্রাস্টের জনবলঃ

(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারি পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী ও ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১৮(আঠারো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিদ্যামান।

৫। ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহঃ

(ক) শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে ৯(নয়)টি (কাপ্তানবাজার, ফতুল্লা-নারায়ণগঞ্জ, রাজৈর-মাদারীপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও উপশহর-যশোর) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে । বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে ৩২,৬৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

(খ) শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যাঃ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৬৮ জন শিক্ষক ও ২১৮ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ১১৮৬জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

(গ) শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮১টি নিজস্ব ভবনে, ৭৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে, ৩৬টি ভাড়া ভবনে এবং ১৩টি অন্যান্য স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনাসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(ঘ) শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিভাগ ভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ

| ক্রমিক | বিভাগের নাম | বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ৬৫ টি |
| ২ | ময়মনসিংহ | ১৪ টি |
| ৩ | বরিশাল | ২৫ টি |
| ৪ | চট্টগ্রাম | ১১ টি |
| ৫ | সিলেট | ০৫ টি |
| ৬ | রাজশাহী | ২২ টি |
| ৭ | রংপুর | ৪৭ টি (মহমান্য হাইকোর্টে রিট নং-৬৮৬/২০১৭ দায়ের হওয়ায় বর্তমানে একটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন নাই।) |
| ৮ | খুলনা | ১৬ টি |
| সর্বমোট | | ২০৫ টি |

৬। ট্রাস্ট বৃত্তি কার্যক্রমঃ

(ক) প্রতি বছর ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভোগ করে থাকে।

(খ) মেধা কোটায় মাসিক ৭০০/- টাকা ও সাধারণ কোটায় মাসিক ৬০০/- টাকা হারে বৃত্তির অর্থ অভিভাবকের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৭। সমাপনী পরীক্ষাঃ

(ক) ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় প্রতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় ৩০৮০ জন অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন গ্রেডে ২৬২৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার ৮৫.২৫%।

৮। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিঃ

জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ ০৭ (সাত) সদস্যের বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি (এসএমসি) দ্বারা বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৯। ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহঃ

(ক) ট্রাস্টের মূলধনের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের সংস্কার/মেরামত, আসবাবপত্র ও বিদ্যালয়সমূহের মাসিক আনুসংগিক ব্যয় মেটানো হয়।

(খ) ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরী

খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।

১০। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী, শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্টির বসতি ও বস্তি এলাকায় শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু-কিশোরদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের সাথে সংযোগ সহাপন করা।

## ২০১৯-২০ অর্থবছরে ট্রাস্টের কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, দুঃস্থ, গরীব ও পথ শিশুদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে শতভাগে উন্নিত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগ অর্জনের কার্যক্রম অব্যহত রাখা;

(২) করোনাকালে সকল শিক্ষককে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বসে পাঠ গ্রহণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(৩) সকল শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের "ঘরে বসে শিখি" কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থেকে করোনাজনিত কারণে বিদ্যালয় বন্ধকালীন শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করছেন।

(৪) "শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০২০" প্রণয়নের উদ্দ্যোগ গ্রহণ;

(৫) "শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২০" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৬) "শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি নীতিমালা-২০১৯" প্রণয়ন;

(৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা:

(৮) শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে (সহকারী পরিচালক) পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;

(৯) শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।

(১০) "শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহাপন নীতিমালা ২০২০" প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১১) শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নেপ এর মাধ্যমে সি.ইন.এড/ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১২) শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ণ;

(১৩) সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনয়ন।

## শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি কার্যক্রম:

ক. ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিলের স্থায়ী আমানতের আয় হতে পরিচালিত বৃত্তি:

(১) শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি বৎসর মেধা ও সাধারণ কোটায় বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২০১৯ সালের বৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

| ক্র: নং | বৃত্তি প্রাপ্ত সাল ও নির্বাচিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ধারাবাহিক ভাবে বৃত্তির অর্থ প্রাপ্তির সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৬ সালে ২২০ জন | ৭০ জন | ৫ম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ায় পরবর্তীতে আর অর্থ প্রাপ্য হবেনা। |
| ২ | ২০১৭ সালে ২২০ জন | ৯১ জন | |
| ৩ | ২০১৮ সালে ২২০ জন | ২১১ জন | |
| | সর্বমোট | ৩৭২ জন | |

(২) শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি তহবিল হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃত্তি বাবদ মোট ব্যয়: ৩৪,২০,৩৬৯/-চৌত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার তিনশত উনসত্তর) টাকা।

খ. সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি:

ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় মাসিক ১০০/-টাকা হারে উপবৃত্তি (বার্ষিক পোষাক ভাতাসহ) সুবিধা ভোগ করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপবৃত্তির সুবিধা ভোগকারি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩২,১৫০ জন।

অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

| ক্র: নং | কাজের নাম | বিদ্যালয়ের সংখ্যা | মোট বরাদ্দ | ভ্যাট (৬%) | সর্বমোট (ভ্যাটসহ ) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১.০ | সেমিপাকা ভবন নির্মাণ/নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ /পুরাতন ভবন সংস্কার/ মেরামত কার্যক্রম | ২১ টি | ৩২.০০ | ১.৯২ | ৩৩.৯২ | |
| ২.০ | আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ | ১৬ টি | ৮.০০ | ০.৪৮ | ৮.৪৮ | |
| | | সর্বমোট | ৪০.০০ | ২.৪০ | ৪২.৪০ | |

### ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ

১। শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ

১.১ : ট্রাস্ট দপ্তর পরিচালনার মূলধন তহবিল : ২৫,৩৭,৬১,৭৯১/-

১.২ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে দপ্তর পরিচালনা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ১,৩০,৭০,৯১০/-

১.৩ : মূলধন তহবিল হতে দপ্তর পরিচালনা বাবদ ব্যয় : ৮২,৬৯,৩৩৪/-

২। শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি পরিচালনার মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ

২.১ : বৃত্তি পরিচালনা মূলধন তহবিল : ১৪,০৮,৫৪,৫০৬/-

২.২ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে বৃত্তি প্রদান বাবদ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ৮০,৫২,৪৭৯/-

২.৩ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে বৃত্তির অর্থ প্রদান বাবদ ব্যয় : ৩৪,২০,৩৬৯/-

৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরী খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

৩.১ : সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ : ৩৬,৬০,০০,০০০/-

৩.২ : বাজেটের ব্যয় : ৩৩,৩৫,৭৫,০০০/-

## শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন

(১) শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট চালু ও হালনাগাদকরণ:

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে; যার নাম www.skt.gov.bd।

(২) ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামে ই-মেইল খোলা: প্রতিটি বিদ্যালয়ের নামে ই-মেইল খোলা হয়েছে।

(৩) প্রশিক্ষণ: দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ই-নথি, জাতীয় শুদ্ধাচার, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ সরকারী পিটিআই এর মাধ্যমে গত বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরেও ডিপিএড/সিইনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(৪) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা: ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ২৮/০৬/২০২০ তারিখে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৭০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

# বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

ভূমিকা: সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইনগত বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য হওয়ায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' পাশ করা হয়। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ২১/০৮/১৯৯০ তারিখে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কোস/সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ০১/১১/১৯৯২ তারিখে এর নামকরণ করা হয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট'। এ ইউনিটটি বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি দপ্তর হিসেবে কাজ করছে।

**উদ্দেশ্য:** প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন, ১৯৯০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন করা এ ইউনিটের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ০১/০১/২০১৩ তারিখের পূর্বে জাতীয়করণকৃত ২৩৭৩৪টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয় এমপিওভুক্তিকরণসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণের কাজটি এ ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদন করা হতো।

এ ইউনিটের জনবল নিম্নরূপ:

| অনুমোদিত জনবলের বিবরণ | কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা |
|---|---|
| ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা | ১৩ জন |
| ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা | ০১ জন |
| ৩য় শ্রেণির কর্মচারী | ১৯ জন |
| ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী | ২২ জন |
| মোট | ৫৫ জন |

## ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ইউনিটের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে এবং রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ডিপিপি'র অধ্যায় ৩ এর ১.২২(৩) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটকে ঢেলে সাজিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড আইন ২০২০ এর খসড়া প্রণীত হয়েছে। শীঘ্রই উক্ত খসড়া আইন চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ডিপিপি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

"A new entity to be established by transforming the existing Compulsory Primary Education Implementation and Monitoring Unit(CPEIMU) will be responsible, towards the end of the program's implementation cycle, for undertaking and leading; (a) research to inform policy and teaching and learning; (b) the National Student Assessment(NSA) at Grades 3 and 5 under sub-component 1.7 as well as the establishment of the end-line early grade assessment on reading and mathematics; (c) the primary education completion examination (PECE); and (d) school-based summative instruments design."

এতদ্ব্যতীত, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণে বিভিন্ন কারণে বাদ পড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চিহ্নিত করে এতদসংক্রান্ত উদ্ভুত মামলা/প্রশাসনিক জটিলতা নিষ্পত্তিক্রমে চাকরি সরকারিকরণের কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

২. প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়সমূহের গেজেট থেকে বাদ পড়া শিক্ষকদের জাতীয়করণের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৩. জাতীয়করণের পূর্বে অবসর গ্রহণকারী শিক্ষকদের এককালীন আর্থিক সুবিধা বাবদ ১,০০,৫০,৮২৭/- (এক কোটি পঞ্চাশ হাজার আটশত সাতাশ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৪. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ইউনিটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে 'বঙ্গবন্ধু বুক কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে।

৫. ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে সকল নথির কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা-শিক্ষকগণের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'ই-সেবা' চালু করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে 'ডিজিটাল হাজিরা' প্রবর্তন করা হয়েছে।

৬. এছাড়াও, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সময়ে সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অর্গানোগ্রাম:

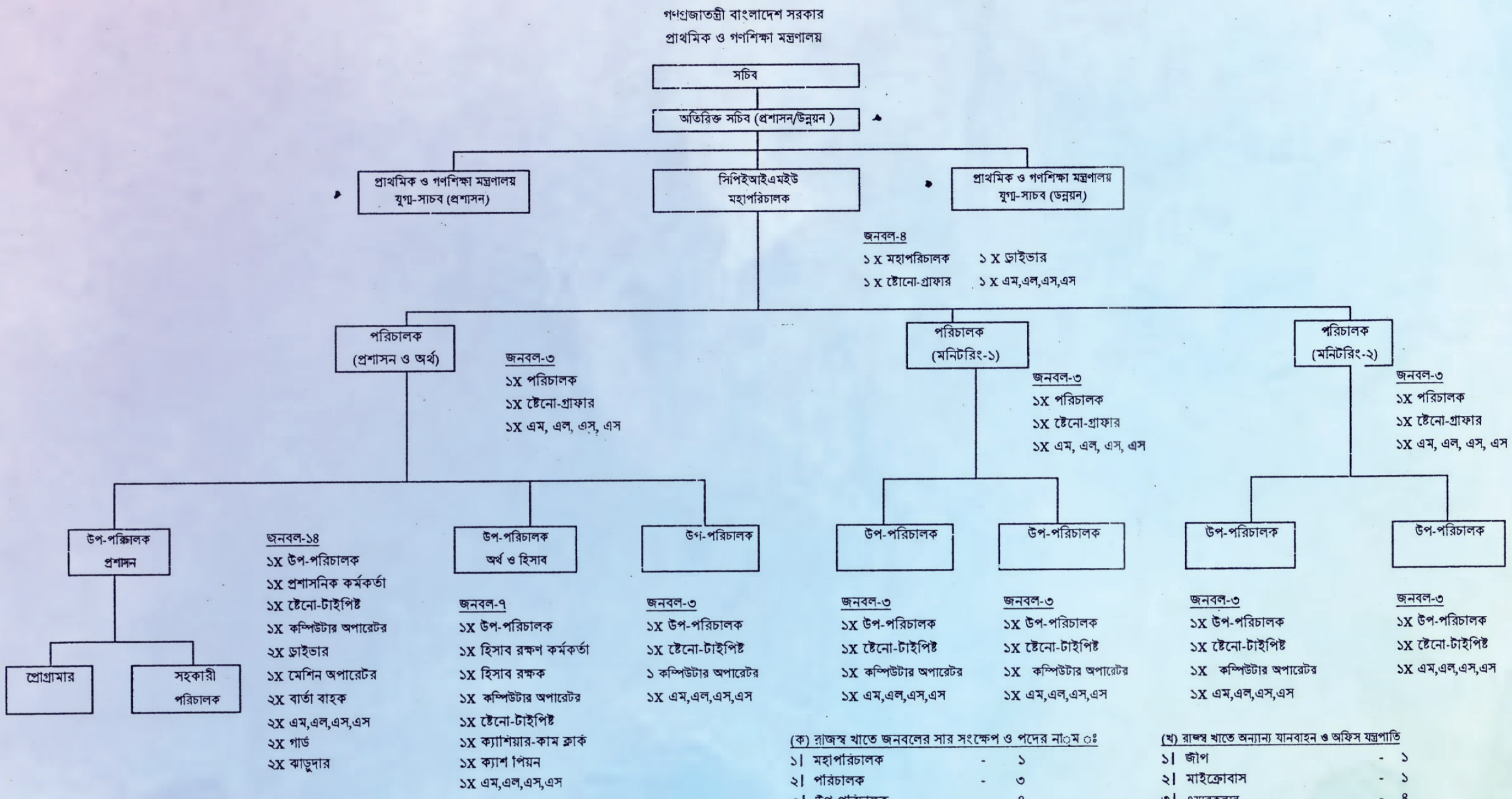


(ক) রাজস্ব খাতে জনবলের সার সংক্ষেপ ও পদের নাম ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | মহাপরিচালক | - | ১ |
| ২। | পরিচালক | - | ৩ |
| ৩। | উপ-পরিচালক | - | ৭ |
| ৪। | সহকারী পরিচালক | - | ১ |
| ৫। | প্রোগ্রামার | - | ১ |
| ৬। | ২য় শ্রেণী | - | ২ |
| ৭। | ৩য় শ্রেণী | - | ২১ |
| ৮। | ৪র্থ শ্রেণী | - | ১৯ |
| | | | ৫৫ |

(খ) রাজস্ব খাতে অন্যান্য যানবাহন ও অফিস যন্ত্রপাতি

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | জীপ | - | ১ |
| ২। | মাইক্রোবাস | - | ১ |
| ৩। | এয়ারকুলার | - | ৪ |
| ৪। | মটর সাইকেল | - | ১ |
| ৫। | বাই সাইকেল | - | ১ |
| ৬। | ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার | - | ৪ |
| ৭। | সার্ভার কাম্পিউটার | - | ১ |
| ৮। | কাম্পিউটার | - | # |
| ৯। | হাব | - | ২ |
| ১০। | ইউপিএস | - | ৭ |
| ১১। | প্রিন্টার | - | # |
| ১২। | টেলিফোন | - | # |
| ১৩। | ইন্টারকম সেট | - | ১ |
| ১৪। | ফ্যাক্স মেশিন | - | ১ |
| ১৫। | ফটোকাপিয়ার | - | ২ |
| ১৬। | ডুপ্লিকেটিং মেশিন | - | ১ |
| ১৭। | টাইপ মেশিন | - | # |

২৭/৮/৯৮
(মুহাম্মদ আবদুল হালিম)
মহাপরিচালক
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা ভবন ঢাকা

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়